গুপ্তসাধনতন্ত্র

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীমৎ হরিহরানন্দ
সম্পাদিত

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

গুপ্তসাধনতন্ত্র

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

Abhi Chakroborty (অভি চক্রবর্ত্তী)

11/04/2021

শ্রীমৎ হরিহরানন্দ
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম নবভারত সংস্করণ ঃ- রথযাত্রা, ১৪২০
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ- ১৪২৫

ঃ গ্রন্থসত্ব ঃ
নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী রত্না সাহা ও সুজিত সাহা

ঃ মুদ্রক ঃ
শ্যামলী প্রিটিং
৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

ঃ বাইণ্ডিং ঃ
মা সারদা বুক বাইণ্ডিং
৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী
কোলকাতা - ১১৮

মূল্য ঃ ৬০ টাকা মাত্র।

গুপ্তসাধনতন্ত্র

প্রথমঃ পটলঃ

কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে।
তং কদাচিৎ সুখাসীনং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্।
পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা দেবী লোকহিতে রতা।। ১

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব লোকানুগ্রহকারক।
কুলাচারস্য মাহাত্ম্যং পুরৈব সূচিতং ত্বয়া।। ২
তৎ কথং গোপিতৃং দেব মম প্রাণেশ্বর প্রভো।
কথয়স্ব মহাভাগ যদ্যহং তব বল্লভা।। ৩

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
তব স্নেহান্মহাদেবি দাসোহস্মি তব সুন্দরি।
তৎকথাং কথয়িষ্যামি সাবধানাবধারয়।। ৪

একদা ভগবান্ ত্রিলোচন নানারত্নোপশোভিত মনোহর কৈলাসগিরি শিখরে সুখে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় দেবী পার্ব্বতী লোকের হিতসাধনমানসে পরম ভক্তিপূর্ব্বক মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

দেবী কহিলেন, দেবদেব! তুমি দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদা লোক সকলের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক। নাথ! তুমি পূর্ব্বে কুলাচারের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছ। ২

প্রাণেশ্বর! ইদানীং সেই কুলাচারমাহাত্ম্য কেন গোপন করিলে? তাহা আমার নিকট বল। হে মহাভাগ! যদি তুমি আমাকে প্রাণবল্লভা বলিয়া জ্ঞান কর, তবে এক্ষণ আমার নিকট সেই গোপিত কুলাচারমাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হইবে। ৩

শিব কহিলেন, দেবি! আমি তোমার নিকট সারতর পরম তত্ত্বভূত গোপনীয় কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। মহাদেবি! আমি তোমার চিরদাস, হে সুন্দরি! তোমার প্রতি আমার অচলা শ্রদ্ধা আছে, আমি সেই

কুলাচারং মহাজ্ঞানং গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে।
প্রগোপ্তব্যং মহাদেবি স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।। ৫
বেদাগমপুরাণানি বেদশাস্ত্রাণি পার্ব্বতি।
এতন্মধ্যে সারভূতং কুলাচারং সুদুর্ল্লভম্।। ৬
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি।
কুলাচারস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে।। ৭
কিঞ্চিন্ময়া তু চাপল্যাৎ কথয়ামি শৃণুষ্ব মে।
শক্তিমুলং জগৎ সর্ব্বং শক্তিমুলং পরন্তপঃ।। ৮
শক্তিমাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।
সাধকস্যার্চ্চিতাং শক্তিং সাধকজ্ঞানকারিণীম্।। ৯
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা দেবীদেহে প্রলীয়তে।
সাধকেন্দ্রো মহাসিদ্ধিং লব্ধ্বা যাতি হরেঃ পদম্।। ১০

শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া গোপিত কুলাচারমাহাত্ম্য বর্ণন করিব। এই কুলাচারীয় কথা গোপন করা কর্ত্তব্য। অতএব এই কথা অতিসাবধানে শ্রবণ কর। ৪

পার্ব্বতি! এই কুলাচার মহাজ্ঞানের সাধন। যিনি ঐ কুলাচার অনুসারে সাধন করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই মহাজ্ঞানপ্রদ কুলাচার সর্ব্বদা পশ্বাচারীর নিকট স্বীয় যোনির ন্যায় গোপনে রাখিবে। ৫

পার্ব্বতি! বেদ, আগম, পুরাণ ও বেদান্তাদি এই সকল সারভূতশাস্ত্র এবং ইহাদিগের মধ্যেও কুলাচার সারতম। অতএব ইহা পরম দুর্লভ। ৬

সহস্রকোটি বদন ও শতকোটি জিহ্বা দ্বারাও কেহ এই কুলাচার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারেন না। ৭

দেবি! তোমার নিকট কুলাচার মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমার চপলতা মাত্র। তথাপি তোমার নিকট যথাশক্তি কিঞ্চিন্মাত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শক্তিই অনন্ত জগতের আদিকারণ এবং শক্তিই সমস্ত তপস্যার মূল। ৮

সাধকগণ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে কোন আশ্রমে বাস করুক কেন না, তাহাতেই তাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সাধকগণ শক্তির অর্চনা করিলেই সেই শক্তি সাধকের জ্ঞান প্রদান করেন। ৯

যে সাধক শক্তির আরাধনা করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখভোগ

পঞ্চাচারেণ দেবেশি কুলশক্তিং প্রপূজয়েৎ।
নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।। ১১
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। ১২
বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ।
রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী।। ১৩
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সত্যং সত্যং মহাদেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।। ১৪

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতী শিবসংবাদে
প্রথমঃ পটলঃ

করিয়া দেবীদেহে প্রলীন হইতে পারেন এবং সেই সাধকেন্দ্র শক্তিসাধনবলে মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া অন্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০

দেবেশি! পঞ্চাচার ক্রমে কুলশক্তির অর্চ্চনা করিবে। নটী, কাপালিককন্যা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতপত্নী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা, ও মালাকারকন্যা ইহারাই নরকন্যা বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ১১-১২

বিশেষতঃ যাহারা বিশেষ গুণশালিনী এইরূপ সর্ব্বজাতীয় রূপযৌবনসম্পন্না, সুশীলা ও সৌভাগ্যশালিনী কন্যাও কুলাঙ্গনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ১৩

উক্ত কুলাঙ্গনা সকলকে যত্নপুরঃসর পূজা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনাদ্বারা সাধকের নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। মহাদেবি! আমার এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে, ইহাতে সংশয়মাত্রও করিবে না। ১৪

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে প্রথম পটল। ১

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

বাধতে মাং কৃপানাথ মুহুঃ প্রষ্টুং যদুৎসহে।
স্ত্রিয়ঃ স্বভাবচপলা ন শঙ্কেহহং পুনঃ পুনঃ।। ১
যদুক্তং কৃপয়া নাথ রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ।। ২
গুরুস্তীর্থং গুরুর্যজ্ঞো গুরুর্দ্দানং গুরুস্তপঃ।
গুরুরগ্নির্গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ।। ৩
কিমনেন কিং তপসা কিমন্যতীর্থসেবয়া।
শ্রীগুরোরর্চ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ।। ৪
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরোঃ পাদোদকে তানি নিবসন্তি হি সন্ততম্।। ৫

পার্বতী কহিলেন, কৃপাময়; তোমার নিকট যে বারম্বার প্রশ্ন করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে, তাহাতে লজ্জাবোধ হয়, তথাপি স্ত্রীজাতির স্বভাব অতি চপলা বলিয়াই আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে না। ১

নাথ। আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া পূর্ব্বেই পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে উপদেশ করিয়াছেন যে, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই সর্বদেবতা, গুরুই সকলের আশ্রয়, গুরুই তীর্থ, গুরুই যজ্ঞ, গুরুই দান, গুরুই তপস্যা, গুরুই অগ্নি, গুরুই সূর্য্য এবং গুরুই সর্ব জগৎস্বরূপ। ২-৩

যদি গুরুই সর্বময় হইলেন, তাহা হইলে এই তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবাদ্বারা কি সমধিক ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আপনার উপদেশে জানা যাইতেছে যে, যিনি গুরুদেবের পাদদ্বয় অর্চ্চনা করেন, তিনি জগতের অর্চ্চনাজনিত ফল পাইয়া থাকেন। ৪

আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান আছে, গুরুদেবের পাদোদকেও সেই সকল তীর্থ বাস করিয়া থাকে। ৫

গুরোঃ পাদোদকং যেন শিরসা পুণ্যভাগ ভবেৎ।
সর্ব্বতীর্থজলং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৬
ইতি তস্য গুরোর্ধ্যানং তত্ত্বতঃ শ্রোতুমুৎসহে।
লব্ধ-ত্বদর্দ্ধদেহাং মাং কথং বঞ্চয়সি প্রভো।
ময়ি স্নেহানুবন্ধোহস্তি যদি তন্মে প্রকাশয়।। ৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

ন বঞ্চয়ামি দেবি ত্বাং প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সীম্।
স্ত্রীণাং স্বভাবচাপল্যাদ্ গোপিতং ন প্রকাশিতম্।। ৮
কথয়ামি তব স্নেহাচ্ছ্রীগুরোর্ধ্যানমুত্তমম্।
প্রকাশ্যঞ্চ কুলীনেষু ন প্রকাশ্যং পশৌ ক্বচিৎ।। ৯
কুলঃ শক্তিঃ সমাখ্যাতা অকুলঃ শিব উচ্যতে।
তস্যাং লীনো ভবেদ্ যস্তু স কুলীনঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। ১০

যিনি গুরুদেবের পাদোদক মস্তকে ধারণ করেন, তিনি সর্বপ্রকার পুণ্যভাজন হইয়া থাকেন এবং সর্বতীর্থাবগাহনের পুণ্যলাভ করিতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৬

প্রভো! আপনি এইরূপ গুরুমাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইক্ষণ সেই গুরুদেবের ধ্যান শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। নাথ! আমি আপনার দেহার্দ্ধভাগ লাভ করিয়াছি, আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছেন? প্রভো! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে গুরুর স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করুন। ৭

শঙ্কর কহিলেন, দেবি! তুমি আমার প্রাণ হইতেও গুরুতরা তোমাকে বঞ্চনা করিতেছি না, কেবল স্ত্রীলোকের স্বভাব চঞ্চল বলিয়াই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই। ৮

দেবি! তোমার স্নেহের বশীভূত হইয়া শ্রীগুরুর ধ্যান বলিতেছি। যাঁহারা কুলাচারতৎপর, তাঁহাদিগের নিকটেই এই ধ্যান প্রকাশ করিবে, কদাচ পশ্বাচারীর নিকট ব্যক্ত করিবে না। ৯

শক্তিই কুল বলিয়া কীর্ত্তিত আছে এবং শিবকে অকুল বলা যায়। যিনি সেই শক্তিতে লীন আছেন, তাঁহাকেই কুলীন শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১০

কুলবৃক্ষান্নমস্কৃত্যগুরুং ধ্যায়ে পরাম্বুজে।
শরচ্চন্দ্রসমাভাসং শরৎপঙ্কজলোচনম্।। ১১
ঈষদ্ধাস্যং শারদীয়পূর্ণেন্দুসদৃশাননম্।
দিব্যস্রগম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।। ১২
সুরক্তশক্তিসংযুক্তবামভাগমনোহরম্।
বরাভয়করাম্ভোজং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্।
সহস্রারে মহাপদ্মে গুরুং শিরসি চিন্তয়েৎ।। ১৩
এতত্তে কথিতং দেবি শ্রীগুরোর্ধ্যানমুত্তমম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন।। ১৪
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং তব স্নেহেন সুন্দরি।
কিমন্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি কথয়স্ব শুচিস্মিতে।। ১৫

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

গুরোর্ধ্যানং শ্রুতং নাথ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা।। ১৬

কুলবৃক্ষ সকলকে নমস্কার করিয়া সহস্রদল কমলে গুরুর ধ্যান করিবে। গুরুদেবের দেহকান্তি শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ইহার নয়নযুগল শারদীয় পঙ্কজের ন্যায় আয়ত। সর্বদা গুরুদেবের বদনে মন্দ মন্দ হাস্য বিলগ্ন আছে, গুরুর বদন শারদীয়পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভমান্। গুরুদেব দিব্যমাল্য ও দিব্যবসনধারী। ইহার সর্বাঙ্গ সৌগন্ধপূর্ণ দিব্য অনুলেপনে অনুলিপ্ত। গুরুদেবের বামভাগে রক্তবর্ণা শক্তি সমাসীনা আছেন, করপঙ্কজদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইনি সর্বপ্রাকার শোভন লক্ষণে লক্ষিত। শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলে উক্ত লক্ষণান্বিত গুরুদেবকে চিন্তা করিবে। ১১-১৩

দেবি! এইরূপ শ্রীগুরুর উত্তম ধ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তুমি সর্বদা যত্নপূর্বক গোপনে রাখিবে, কদাচ প্রকাশ করিবে না। ১৪

সুন্দরি! তোমার স্নেহবশতঃ এইরূপ শ্রীগুরুর স্বরূপ প্রকাশ করিলাম, আর কি বলিব? তাহা প্রকাশ কর। ১৫

পার্বতী কহিলেন, নাথ! সর্বতন্ত্রে গোপিত শ্রীগুরুর ধ্যান শ্রবণ করিলাম, এইক্ষণ স্ত্রীগুরুর ধ্যান করিতে অভিলাষ করিতেছি। তন্ত্রে কথিত

বহুজন্মার্জ্জিতাৎ পুণ্যাদ্বহুভাগ্যবশাদ্ যদি।
স্ত্রীগুরুর্লভ্যতে নাথ তস্য ধ্যানন্তু কীদৃশম্।। ১৭
কুলীনস্ত্রীগুরোর্ধ্যানং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
কথয়স্ব মহাভাগ যদ্যহং তব বল্লভা।। ১৮

শ্রীশঙ্কর-উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি তব স্নেহপরিপ্লুতঃ।
রহস্যং স্ত্রীগুরোর্ধ্যানং যত্র ধ্যেয়া চ সা গুরুঃ।। ১৯
সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্।। ২০
সহস্রবদনাং নিত্যাং ক্ষীণমধ্যাং শিবাং গুরুম।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্।। ২১
রত্নকঙ্কণপাণিঞ্চ রত্ননূপুরশোভিতাম।
শরদিন্দুপ্রতীকাশবক্ত্রোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্।। ২২

আছে যে, স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা শুভপ্রদ হয় এবং সর্বপ্রকার কাম্যফল প্রদান করিয়া থাকে। ১৬

বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে এবং বহুভাগ্যবশতঃ যদি স্ত্রীগুরু লাভ করা যায় তাহা হইলে কিরূপে তাহার ধ্যান করিতে হইবে। ১৭

মহাভাগ! এইক্ষণ আমি কুলীনা স্ত্রীগুরুর ধ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমার প্রতি আপনার অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে সেই ধ্যান বর্ণন করুন্। ১৮

শঙ্কর কহিলেন, পার্বতি! আমি তোমার স্নেহের বশীভূত হইয়া অতিগোপনীয় স্ত্রীগুরুর ধ্যান বলিতেছি, এই ধ্যান অনুসারেই সাধকগণ স্ত্রীগুরুর স্বরূপ চিন্তা করিবে। ১৯

কেশরসমূহে পরিশোভিত সহস্রারস্থিত মহাপদ্মে শক্তিরূপিণী স্ত্রীগুরুকে চিন্তা করিবে, ইহার নয়নযুগল প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, স্থূল পয়োধরযুগল পরস্পর সংশ্লিষ্ট ভাবে শোভা পাইতেছে। ২০

ইনি সহস্রবদনা ও নিত্যা, অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি বা প্রলয় নাই, শিবশক্তিরূপা স্ত্রীগুরুর কটিদেশ অতিক্ষীণ, ইহার দেহকান্তি পদ্মরাগ মণির ন্যায়, ইনি

ইতি তে কথিতং দেবি স্ত্রীগুরোর্ধ্যানমুত্তমম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন।। ২৩

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন, করযুগলে রত্ননির্মিত কঙ্কণ এবং চরণদ্বয়ে রত্নময় নূপুর বিদ্যমান আছে, শরৎকালীন পূর্ণ নিশাকরের বিম্বদকান্তিপূর্ণ বদনে কুণ্ডলযুগল শোভা পাইতেছে, ইনি স্বীয়নাথের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, করদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা সম্বদ্ধ রহিয়াছে। ২১-২২

দেবি! এইরূপে স্ত্রীগুরুর উত্তম ধ্যান তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, তুমি যত্নপুরঃসর এই ধ্যান গোপনে রাখিবে, কদাচ প্রকাশ করিবে না। ২৩

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে দ্বিতীয় পটল। ২

তৃতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব ভক্তানাং মুক্তিদায়ক।
তব প্রসাদাৎ প্রাণেশ শ্রুতং সাধনমুত্তমম্।। ১

পঞ্চাঙ্গোপাসনাং দেব রহস্যাদিপুরস্ক্রিয়াম্।
তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মে দেব যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি।। ২

ঈশ্বর উবাচ—

দিবারাত্রিপ্রভেদেন জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
ন্যূনাধিকং জপেন্নৈব দূষণং নাস্তি পার্ব্বতি।। ৩

পঞ্চাচারেণ দেবেশি সর্ব্বং কার্য্যং জপাদিকম্।
স্বেচ্ছাচারোহত্র গদিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে।। ৪

প্রত্যহং পরমেশানি একৈকং বিপ্রভোজনম্।
প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি।। ৫

পার্ব্বতী কহিলেন, দেবদেব! আপনি ভক্তজনের মুক্তি বিধাতা, প্রাণেশ্বর! আপনার প্রসাদে উত্তম সাধন শ্রবণ করিয়াছি। ১

নাথ! এইক্ষণ রহস্য প্রকাশপূর্বক পঞ্চাঙ্গোপাসনা বলিতে হইবে। হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে পঞ্চাঙ্গোপাসনার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করুন্। ২

ঈশ্বর বলিলেন, সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি প্রভেদে জপ করিবে, প্রতিদিবস এক নিয়মে জপ করিতে হইবে। কোন দিন ন্যূন, কোন দিন অধিক জপ করিবে না, পার্বতি! এই নিয়মে সাধন করিলে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না।

দেবেশি! জপাদি সমস্ত কার্য্যই পঞ্চাচার ক্রমে করিতে হইবে। মহামন্ত্রের সাধন বিষয়ে এইরূপ স্বেচ্ছাচার কথিত হইল। সকলেই আপন ইচ্ছানুসারে জপসংখ্যার নিয়ম করিতে পারে। ৪

পরমেশ্বরি! উক্তরূপ সাধনে প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত এক নিয়মে জপ করিবে এবং প্রতিদিন এক একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। ৫

পূজাং কৃত্বা সাধকেন্দ্রঃ পুনর্জ্জপনমাচরেৎ।
সায়ং সন্ধ্যাং ততঃ কৃত্বা ভোজনং স্বেচ্ছয়া নয়েৎ।। ৬
ভক্ষন্ তাম্বূলমৎস্যাংশ্চ ভক্ষদ্রব্যান্ যথারুচি।
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।। ৭
এবং কৃত্বা সাধকেন্দ্রো রাত্রৌ জপনমাচরেৎ।
গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি।। ৮
স্ববামে শক্তিং সংস্থাপ্য জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
শক্তিযুক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।। ৯
কুলশক্তিং বিনা দেবি যো জপেৎ স তু পামরঃ।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি।। ১০
অয়নে বিষুবে চৈব পূজয়েদ্বিভবাবধি।
কুমারীং পূজয়িত্বা তু ভোজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।। ১১

সাধক মধ্যাহ্নকালে জপের বিরাম করিয়া অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে এবং অর্চ্চনান্তে পুনর্বার জপ আরম্ভ করিবে। অনন্তর সন্ধ্যাসময় উপস্থিত হইলে সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবে। ৬

এই সাধনে যথারুচি তাম্বুল মৎস্য প্রভৃতি ভক্ষদ্রব্য ভোজন করিবে, অথবা হবিষ্যান্ন, শাক বা যাবক-ভোজন করিয়া জপ করিবে। ৭

সাধক উক্ত প্রকারে ভোজন ব্যাপার সমাপন করিয়া রাত্রিকালীন জপ আরম্ভ করিবে, রাত্রির প্রথম যাম বিগত হইলে স্বীয় বামভাগে শক্তি সংস্থাপন-পূর্বক একাগ্রচিত্তে তৃতীয় প্রহরাবধি জপ করিবে। সাধক মনুষ্য শক্তিযুক্ত হইয়া সাধন করিলেই নিশ্চয় সিদ্ধ হইতে পারে; ইহার অন্যথা হয় না। ৮-৯

দেবি! যে সাধক কুলশক্তিবিহীন হইয়া জপ করেন, তিনিই পামর। শতকোটিকল্প জপ করিলেও তাঁহার সিদ্ধি হইতে পারে না। ১০

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুব সংক্রমণদিনে আপন বিভবানুসারে দেবীর পূজা করিবে। অনন্তর আপন শক্তি অনুসারে কুমারীর পূজা করিয়া তাহাকে বিধিপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ১১

শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
শক্তিপূজাং ততঃ কৃত্বা ভোজয়েচ্চ যথাবিধি।। ১২
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ স্বর্ণঃ বস্ত্রসমন্বিতম্।
যদযদিষ্টতমং লোকে গুরবে তন্নিবেদয়েৎ।। ১৩
গুরুসন্তোষমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।। ১৪
এবং কৃতে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিচরেদ্ভৈরবো যথা।
স ধন্যঃ স চ বিজ্ঞানী শিবতুল্যো ন সংশয়ঃ।। ১৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
তৃতীয়ঃ পটলঃ।।

অনন্তর অষ্টোত্তর শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যথাবিধি শক্তিপূজা করিতে হইবে এবং ভোজনাদিদ্বারা সেই শক্তির সন্তোষ সাধন করিতে হইবে। ১২

অনন্তর গুরুকে স্বর্ণ ও বস্ত্র সমন্বিত দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহলোকে যে যে দ্রব্য সাধকের অভীষ্ট তৎসমুদায়ই গুরুদেবকে নিবেদন করিতে হইবে। ১৩

গুরুর সন্তোষমাত্রে এই ভূতলে কিনা সিদ্ধ হইতে পারে? যেহেতু গুরুই পরংব্রহ্ম স্বরূপ এবং গুরু হইতে পরমতত্ত্ব আর কিছুই নাই। ১৪

এইরূপ সাধন করিলে নিঃসংশয় মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই সাধক সর্বপ্রকার সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া ভৈরবের ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করেন। যে ব্যক্তি উক্তরূপে সাধন করেন, তিনিই ধন্য, তিনিই জ্ঞানী এবং তিনিই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হইতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। ১৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে তৃতীয় পটল।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
অতি শীঘ্রং ফলং দেব কেনোপায়েন লভ্যতে।। ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি অতিগুপ্ততরং মহৎ।
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ।। ২
স্বশক্তিং পরশক্তিং বা দীক্ষিতাং যৌবনান্বিতাম্।
বিদগ্ধাং শোভনাং শয্যাং ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাম্।। ৩
তামানীয় সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্।
পঞ্চাচারেণ তাং শক্তিং পূজায়িত্বা যথাবিধি।। ৪
শতং শীর্ষে শতং ভালে শতং সিন্দূরমণ্ডলে।
শতং মুখে সতং কণ্ঠে শতং হৃদয়মণ্ডলে ।। ৫
শতযুগ্মং স্তনদ্বন্দ্বে শতং নাভৌ জপেৎ সুধীঃ।
যোনিপীঠে শতং জপ্ত্বা সাধকঃ স্থিরমানসঃ।। ৬

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! তুমি মানবগণকে সংসাররূপসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাক, হে দেব! এইক্ষণ কি উপায়ে মানবগণ শীঘ্র ফললাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন কর। ১

শিব কহিলেন, পার্ব্বতী! আমি অতি গুপ্ততর সাধনোপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সাধন প্রকাশ করিলে সিদ্ধিকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ইহা গোপনে রাখিবে। ২

স্বীয় শক্তি হউক, কি পরশক্তিই হউক, দীক্ষিতা নবযৌবনান্বিতা নানা গুণশালিনী পরমসুন্দরী ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতা রমণীকে আপন শয্যায় আনয়ন করিয়া পাদ্যাদি বিবিধ উপহারদ্বারা ভক্তিপূর্বক অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে পঞ্চাচারক্রমে সেই শক্তিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাহার মস্তকে শতবার, কপালে শতবার, সিন্দূরমণ্ডলে শতবার, মুখে শতবার, কণ্ঠে শতবার, হৃদয়মণ্ডলে শতবার, স্তনদ্বয়ে দ্বিশতবার এবং নাভিতে শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে ....

এবং সহস্রং সংজপ্য দেবীং তত্র বিচিন্তয়েৎ।
স্বয়ং শিবস্বরূপশ্চ চিন্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ।। ৭
শিবমন্ত্রেণ দেবেশি স্বলিঙ্গং পূজয়েদথ।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা সাধকো হৃষ্টমানসঃ।। ৮
তদনুজ্ঞাং সমাদায় যোনৌ লিঙ্গং বিনিক্ষিপেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মহরির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা শ্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জ্জুহোম্যহম্।। ৯
স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ হুনেৎ সর্ব্বসমৃদ্ধয়ে।
ততো জপেৎ সহস্রং বৈ শক্তিযুক্তো ভবেন্নরঃ।। ১০
শতং বাপি প্রজপ্তব্যং ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ।
পূর্ণাহুতিং ততো দদ্যান্মন্ত্রেণানেন সাধকঃ।। ১১
প্রকাশাকাশমন্ত্রাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীশ্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহং।। ১২
স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং সমাচরেৎ।
শুক্রোৎসারণকালে চ দেব্যৈ শুক্রং সমর্পয়েৎ।। ১৩

হইবে। অনন্তর সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই শক্তির যোনি পীঠে শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ৩-৬

সাধক এইরূপে সেই শক্তির দেহে সহস্র জপ করিয়া তাহাকে ইষ্ট দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবে এবং আপনিও সাক্ষাৎ শিব এইরূপ জ্ঞান করিবে। ৭

অনন্তর আপন মুখে এবং সেই শক্তির মুখে তাম্বুল প্রদান করিয়া শক্তির অনুজ্ঞাগ্রহণান্তে মূলগ্রন্থের লিখিত বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন করিবে। ৮-৯

পরে ধর্মাধর্ম হরির্দ্দীপ্তে ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিয়া হোম করিতে হইবে। এইরূপ হোম করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ হয়। পরে শক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র কিম্বা শত সংখ্যক ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। যাহাতে শতন্যূন না হয়, তাহা করিতে হইবে। তৎপরে মূলের লিখিত প্রকাশাকাশমন্ত্রাভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহাশব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্ণাহুতি দিতে হইবে এবং শুক্রোৎসারণকালে মহাদেবীকে সেই শুক্র নিবেদন করিবে। ১০-১৩

এবং কৃতে মন্ত্রসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রপ্নোতি নিশ্চিতম্।। ১৪
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে ধনেন চ ধনাধিপঃ।
বায়ুতুল্যবলো লোকে দুর্জ্জয়ঃ শত্রুমর্দ্দনঃ।। ১৫
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ।
এতৎ কল্পেন দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভুতলে।
অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি স এব শ্রীসদাশিবঃ।। ১৬

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
চতুর্থঃ পটলঃ

যে সাধক এইরূপ সাধন করেন, তাঁহারই নিশ্চয় মন্ত্রিসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে অন্যথা মনে করিবে না। উক্তরূপ সাধনদ্বারা সিদ্ধিলাভ হইলে সাধক যে যে কামনা করে, নিশ্চয় সেই সেই কাম্যদ্রব্য পাইতে পারে। ১৪

রোগীর রোগ প্রতিকার কামনায় উক্তরূপ সাধন করিলে তৎক্ষণাৎ রোগ হইতে মুক্তি পায় এবং ধনকামী ব্যক্তি কুবের তুল্য ধনবান হইতে পারে। বলবৃদ্ধি কামনায় এই সাধন করিলে বায়ুতুল্য বলশালী হয়, কেহ তাহাকে পরাজয় করিতে পারে না এবং সেই ব্যক্তি শত্রুবর্গ বিনাশ করিতে পারে। ১৫

নারীদিগের অনুরাগ লাভের কামনা করিয়া উক্ত প্রকার সাধন করিলে রমণীগণ তাহাকে কামদেবের ন্যায় দর্শন করে, শত্রুদমনাভিলাষে এইরূপ সাধন করিলে অরাতিবর্গ তাহাকে কৃতান্তবৎ জ্ঞান করে। দেবেশি! উক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে এই ভূতলে সাধকের কিছুই অসিদ্ধ থাকে না, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি পর্য্যন্ত সাধকের লাভ হইয়া থাকে এবং সেই সাধক সাক্ষাৎ সদাশিব তুল্য হইতে পারে। ১৬

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে চতুর্থ পটল। ৪

পঞ্চমঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

হে ঈশ্বর জগত্তাত মম প্রাণেশ্বর প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মাসাধিকপুরস্ক্রিয়াম্।। ১

শ্রীশিব উবাচ—

এক মাসে তু ষড়্ লক্ষং দ্বিমাসে রবিলক্ষকম্।
মাসত্রয়ে তু দেবেশি রন্ধ্রযুগ্মকলক্ষকম্।। ২
চতুর্ম্মাসে মহেশানি চতুর্ব্বিংশতিলক্ষকম।
পঞ্চমাসে মহেশানি ত্রিংশল্লক্ষং সদা জপেৎ।। ৩
ষণ্মাসে প্রজপেন্মন্ত্রং ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষকং সদা।
সপ্তমাসে মহেশানি দ্বিচতুর্ল্লক্ষকং সুধীঃ।। ৪
অষ্টমাসে সুরেশানি গজবেদশ্চ লক্ষকম্।
মাসে তু নবমে দেবি বেদবাণশ্চ লক্ষকম্।। ৫
দশমাসে তু সংপ্রাপ্তে ষষ্টিলক্ষঞ্চ সংজপেৎ।
মাসে চৈকাদশে প্রাপ্তে লক্ষং কালরসং জপেৎ।
বর্ষে পূর্ণে মহেশানি শতলক্ষং জপেৎ সুধীঃ।। ৬

পার্ব্বতী কহিলেন, ঈশ্বর! তুমি জগতের জনক, প্রাণেশ্বর! তুমি সকলের প্রভু, আমি এইক্ষণ মাসাধিক পুরস্ক্রিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয়াদি মাসে কিরূপ জপ সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সংবৎসর জপ করিতে হয়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। ১

শিব কহিলেন, সংবৎসরের প্রথম মাসে ছয় লক্ষবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে দ্বিতীয় মাসে দ্বাদশ লক্ষ, তৃতীয় মাসে অষ্টাদশ লক্ষ, চতুর্থ মাসে চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ, পঞ্চম মাসে ত্রিশ লক্ষ, ষষ্ঠমাসে ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ, সপ্তম মাসে দ্বিচত্বারিংশৎ লক্ষ, অষ্টমমাসে অষ্টচত্বারিংশৎ লক্ষ, নবম মাসে ষষ্টিলক্ষ, একাদশ মাসে ষট্‌ষষ্টিলক্ষ এবং দ্বাদশ মাসে শত লক্ষ জপ করিতে হইবে। ২-৬

অনেনৈব বিধানেন যো জপেদ্ভুবি মানবঃ।
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি।। ৭
পঞ্চাচারেণ দেবেশি সর্ব্বং কার্য্যং জপাদিকম্।
পূর্ব্ববচ্ছক্তিপূজাঞ্চ কুমারীঞ্চৈব পূজয়েৎ।। ৮
যথাশক্তি ব্রাহ্মণঞ্চ ভোজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
তথা তেন প্রকারেণ শক্তিভোজনমাচরেৎ।। ৯
শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোহহং সর্ব্বকামদঃ।। ১০
শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধিশ্চ নগনন্দিনি।। ১১
দ্বারবত্যাং কৃষ্ণদেবঃ সিদ্ধোহভূৎ সত্যয়া সহ।
যথা গোপবধূসঙ্গান্মম সিদ্ধির্ব্বরাননে।। ১২

এইরূপ নিয়মানুসারে ভূতলে যে মানব সংবৎসর জপ করে, তাহার কেবল জপ মাত্রেই মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৭

দেবেশি! পঞ্চাচার ক্রমে পূর্ব্বোক্ত জপাদি কার্য্য সমুদায় করিবে এবং পূর্ব্ববৎ শক্তি পূজা ও কুমারী পূজা করিতে হইবে। ৮

অনন্তর সাধক বিধিপূর্ব্বক যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন এবং শক্তি ভোজন করাইবে। ৯

মহেশানি! শক্তি ব্যতিরেকে আমিও শবরূপ হইয়া থাকি এবং যৎকালে আমিও শক্তিযুক্ত হই, তখনই, সাধকের সর্ব্বকামফলপ্রদ শিব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি। ১০

অতএব শক্তিযুক্ত মন্ত্র জপ করিবে, কদাচ শক্তি পূজাবিহীন কেবল মন্ত্রজপে কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। হে গিরিসুতে! ব্রহ্মাও সাবিত্রীর সাহায্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ১১

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে সত্যভামার সাহায্যলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপাঙ্গনাদিগের সঙ্গলাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আমার সিদ্ধিও সেইরূপ শক্তি-সংযোগ জন্য জানিবে। ১২

স শিবোহহং মহাদেবি কেবলং শক্তিযোগতঃ।
শক্তিযোগেন দেবেশি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
তদৈব পরমেশানি মম বাক্যং বৃথা ভবেৎ।। ১৩
গঙ্গাকাশী-প্রয়াগাদিঃ পুষ্করং নৈমিষং তথা।
বদরী চ তথা রেবা উৎকলং গণ্ডকী তথা।। ১৪
সিন্ধুঃ সরস্বতী চৈব পীঠানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মহেশানি স্ত্রীসঙ্গং যত্নতশ্চরেৎ।। ১৫
স্ত্রীসঙ্গে সিদ্ধিমাপ্নোতি মম বাক্যং ন চান্যথা।
যদ্দত্তং জলগণ্ডূষং শক্তিবক্তে সুরেশ্বরি।। ১৬
সিন্ধুরূপং পরেশানি তজ্জলং নাত্র সংশয়ঃ।
অন্নন্তু শৈলতনয়ে স্থূলাচলসমং ভবেৎ।। ১৭
এবং সংখ্যা তু সর্ব্বত্র জ্ঞাতব্যা কুলসাধকৈঃ।
সদেষ্টদেবীভাবে তু ভোজয়েত্তাঞ্চ যত্নতঃ।। ১৮

মহেশানি! কেবল শক্তি সংযোগবশতই আমি শিব হইয়াছি। দেবেশি! যদি শক্তি সংযোগেও সাধকের সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে আমার ব্যক্য বৃথাজ্ঞান করিবে। ১৩

মহেশ্বরি! গঙ্গা, কাশী, প্রয়াগাদি, পুষ্কর, নৈমিষারম্য, বদরিকাশ্রম, রেবা, উৎকল, গণ্ডকী, সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি বিবিধ পীঠস্থান বিদ্যমান আছে, সিদ্ধিকামী সাধক ঐ সকল পীঠস্থান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ করিবে। ১৪-১৫

সুরেশ্বরি! স্ত্রীসঙ্গেই সাধকের সিদ্ধি হইয়া থাকে। আমার এই বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। শক্তির মুখে যদি এক গণ্ডূষমাত্র জলপ্রদান করা যায়, তাহাওসাগর তুল্য হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। অর্থাৎ শক্তিকে এক গণ্ডুষ জলদান করিলেও সাগর পরিমিত জলদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। আর শক্তিকে একটি মাত্র অন্নপ্রদান করিলে অন্নাচল দানের তুল্য ফল পায়। ১৬-১৭

এইরূপ শক্তিকে যে যে দ্রব্য প্রদান করা যায়, তাহাতেই উক্ত প্রকার অনন্ত ফলের লাভ হয়, অতএব (কুলসাধক) সর্ব্বদা শক্তিকে অভীষ্ট দেবতা জ্ঞান করিয়া যত্নপুরঃসর ভোজন করাইবে। ১৮

ক্রোধাম্মোহাচ্ছলাদ্বাপি যদি পূজাং ন কারয়েৎ।
কল্পকোটিশতেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।। ১৯
এতৎ সিদ্ধতমং দেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
ন বক্তব্যং পশোরগ্রে শপথো মে ত্বয়ি প্রিয়ে।। ২০

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
পঞ্চমঃ পটলঃ।। ৫

যদি ক্রোধবশতঃ, মোহহেতু, অথবা ছলপ্রযুক্ত কোন সাধক শক্তি পূজা না করে, তাহা হইলে শতকোটি কল্প জপ করিলেও তাহার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। ১৯

দেবি! তোমার স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই সিদ্ধমত প্রকাশ করিলাম, ইহা কদাচ পশ্বাচারীর নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রিয়ে! যদি কখনও এই কথা পশ্বাচারীর নিকট ব্যক্ত কর, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার শপথ লাগিবে। ২০

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পঞ্চম পটল।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

শিব শঙ্কর ঈশান ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দক্ষিণায়াঃ প্রকারস্তু সূচিতং ন প্রকাশিতম্।। ১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
দক্ষিণা সিদ্ধিদা সিদ্ধা ত্রৈলোক্যেষু সুদুর্ল্লভা।। ২
যামারাধ্য মহাদেব সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিঃ।
যামারাধ্য মহাবিষ্ণুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ।। ৩
সংহারকালে চ হরো রুদ্রমূর্ত্তিধরঃ পরঃ।
তাং বিদ্যাং বদ ঈশান যদ্যহং তব বল্লভা।। ৪

শ্রীশিব উবাচ—

দক্ষিণায়াঃ প্রকারস্তু কালীতন্ত্রাদিযামলে।
অতঃপরং মহেশানি বিরতা ভব সুন্দরি।। ৫

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিব! হে শঙ্কর! হে ঈশান! হে পরমেশ্বর! এইক্ষণ দক্ষিণকালিকার আরাধনার বিধির উপদেশ প্রদান করুন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত আরাধনার সূচনামাত্র করিয়াছেন, প্রভো ! এইক্ষণ সেই দক্ষিণকালিকার আরাধনাবিধি প্রকাশ করিতে হইবে। ১

নাথ! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেরূপে দক্ষিণ কালিকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন, ঐ আরাধনা শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা ত্রিভুবনেই দুর্লভ আছে। ২

মহাদেব! যে দক্ষিণ কালিকাকে আরাধনা করিয়া প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন, যাহার আরাধনাবলে মহাবিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। আর যাহাকে ভজনা করিয়া রুদ্রমূর্ত্তিধারী হর সংহারকালে প্রজাসকল হরণ করিয়া থাকেন, হে ঈশান! যদি আমার প্রতি আপনার অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে সেই মহাবিদ্যা আমার নিকট প্রকাশ করুন। ৩-৪

শিব কহিলেন, দেবি! কালীতন্ত্রাদিতে ও যামলে উক্ত মহাবিদ্যা প্রকাশিতা আছেন, এইক্ষণ আমি আর তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না সুন্দরি! তুমি এই অধ্যবসায় হইতে বিরতা হও। ৫

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

এতৎ প্রকারং দেবেশ যদি মে ন প্রকাশিতম্।
প্রাণত্যাগং করিষ্যামি পুরতস্তে ন সংশয়ঃ।। ৬

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণাকল্পমুত্তমম্।
যস্যাঃ প্রসঙ্গমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি।। ৭
স্বরান্তং বহ্নিসংযুক্তং বামনেত্রবিভূষিতম্।
বিন্দুনাদকলাযুক্তং মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনম্।। ৮
ভৈরবোহস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।। ৯
মায়াবীজং বীজমস্যাঃ কূর্চ্চবীজন্তু শক্তিকম্।
নিজবীজং মহেশানি কীলকং সর্ব্বমোহনম্।। ১০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কালীতন্ত্রাদিতন্ত্রেষু পূজাযাগাদি পার্ব্বতি।
লিখিতঞ্চ ময়া পূর্ব্বং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।। ১১

পুনর্ব্বার পার্বতী কহিলেন, নাথ! যদি তুমি আমার নিকট ঐ বিদ্যা প্রকাশ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। ৬

শিব কহিলেন, দেবি! আমি তোমার নিকট শ্রীদক্ষিণকালিকাকল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। এই দক্ষিণাদেবীর প্রসঙ্গমাত্রেও কেহ ভবসাগরে নিমগ্ন হয় না। ৭

ককার, রেফ, ঈকার ও নাদবিন্দু, অর্থৎ ক্, র্, ঈ এবং ँ (চন্দ্রবিন্দু) এই সমুদায় বর্ণযোগে "ক্রীঁ" এই বীজ হয়, ইহাই দক্ষিণকালিকার মন্ত্র, এই মন্ত্র ত্রৈলোক্য মোহন করিয়া থাকে। ৮

এই মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্ এবং দেবতা দক্ষিণকালিকা; ইনি সবপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন। হ্রীঁ এই বীজই উক্ত মন্ত্রের বীজ, হুঁ এই বীজ ইহার শক্তি, ক্রীঁ এই বীজ উক্ত বিদ্যার কীলক। উক্ত বিদ্যা সকলকে মোহন করে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ হয় অর্থাৎ উক্তবিদ্যার আরাধনাতে সাধকের ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তি ....

শ্রীদেব্যুবাচ—

ধ্যানানুরূপিণীং মূর্ত্তিং যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
আচারং কীদৃশং তত্র কো বা তত্র প্রপূজয়েৎ।। ১২
ভূতশুদ্ধৌ মহাদেব যদি দেহস্তু নাশয়েৎ।
কুত্র স্থলে ভবেদ্দৃষ্টিরমৃতং কুত্র সঞ্চরেৎ।। ১৩
আলীঢ়ং কীদৃশং নাথ প্রত্যালীঢ়স্তু কীদৃশম্।
কথং বা কালিকা দেবী শ্মশানালয়বাসিনী।। ১৪
নিশা বা কীদৃশী নাথ কীদৃশী বা মহানিশা।
ভাবভেদে মহাদেব তদ্বদস্ব দয়ানিধে।। ১৫

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তৎ তৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।। ১৬

হোমবিধি পূর্বেই হইয়া থাকে। পার্ব্বতি! কালীতন্ত্রাদিতে এই বিদ্যার পূজা প্রণালীও আমি বলিয়াছি। দেবি! তোমার অতঃপর আর কি শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, প্রকাশ করিয়া বল। ৯-১১

পুনর্ব্বার দেবী! জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি ধ্যানানুসারে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা করিতে হয়। তাহা হইলে কিরূপ আচারে পূজা করিবে এবং কিরূপ ব্যক্তিই বা সেই পূজা কার্য্যে অধিকারী। ১২

মহাদেব! যদি ভূতশুদ্ধিতে দেহের বিলাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন স্থলে দৃষ্টি হইবে এবং কোনস্থলেই বা অমৃত সঞ্চরণ করিবে। ১৩

নাথ! তুমি পূর্বে, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় পদ উল্লেখ করিয়াছ, এইক্ষণ আমাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ কর যে, কিরূপ হইলে আলীঢ় হয় এবং কাহাকেই বা প্রত্যালীঢ় বলা যায় এবং কি কারণেই বা কালিকা দেবী শ্মশানবাসিনী হইলেন? নিশা ও মহানিশা কাহাকে বলা যায়? মহাদেব! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সমূহের যথাবৎ উত্তর প্রদান কর। ১৪-১৫

শিব কহিলেন, দেবি তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তৎসমুদায় যথার্থরূপে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ১৬

পূজায়াঃ পূর্ব্বদিবসে আদৌ ক্ষৌরাদিকঞ্চরেৎ।
হবিষ্যান্নং ভোজনঞ্চ অথবাপি নিরামিষম্।। ১৭
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাধকঃ।
নিত্যপূজাং সমাপ্যাদৌ দেববচ্ছুদ্ধমানসঃ।। ১৮
গুরুর্ব্বা গুরুপুত্রো বা গুরুপত্নী চ সুব্রতে।
আগমোক্তবিধানেন অধিকারী গুরুঃ স্বয়ম্।। ১৯
গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পূজাদিকঞ্চরেৎ।
এভির্ব্বিনা মহেশানি তান্ত্রিকৈর্দ্দেশিকৈর্যদি।। ২০
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং ভুজ্যতে যক্ষরাক্ষসৈঃ।
অতএব মহেশানি গুরুঃ কর্ত্তা বিধীয়তে।। ২১
ব্রহ্মরূপো গুরুঃ সাক্ষাদ্ যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
তত্তৎ সর্ব্বং মহেশানি শতকোটিগুণম্ভবেৎ।। ২২
অথবা পরমেশানি স্বয়ং পূজাদিকঞ্চরেৎ।
স্বয়ং পূজাদিকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ।। ২৩

যে দিবসে দেবীর পূজা করিতে হইবে, তাহার পূর্বদিনে ক্ষৌরাদি কর্ম করিয়া হবিষ্যান্ন, অথবা নিরামিষ ভোজনপূর্বক সংযত হইয়া থাকিবে। ১৭

অনন্তর পরদিবসে সাধক প্রাতঃস্নানাদি নিত্য কার্য্য ও নিত্য পূজা সমাপন করিয়া দেবগণের ন্যায় শুদ্ধচিত্ত হইবে। ১৮

সুচরিতে! সাধনা কার্য্যে গুরু, গুরুপুত্র অথবা গুরুপত্নী ইহারাই প্রশস্ত। বিশেষতঃ আগমোক্ত বিধানে স্বয়ং গুরুদেবই বিশেষরূপে অধিকারী বলিয়া জানিবে। ১৯

দেবেশি! গুরুর অবিদ্যমানে সাধক স্বয়ং পূজাদি কার্য্য করিবে, উক্ত অধিকারী ব্যতিরেকে অন্য তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা যদি কেহ পূজাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে সেই পূজার ফল যক্ষ ও রাক্ষসগণ ভক্ষণ করে। মহেশানি! অতএব গুরুই পূজাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। ২০-২১

মহেশ্বরি! গুরুদেব স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি যদি পূজাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে সেই পূজা শতকোটি গুণ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ২২

পরমেশ্বরি! গুরুর অবিদ্যমানে স্বয়ং পূজাদি কার্য্য করিবে, পরন্তু স্বয়ং পূজাদিকার্য্য করিলেও পূজা দ্রব্যাদি সমস্তই গুরুদেবের সমক্ষে নিবেদন করিতে

তৎ সর্ব্বং পরমেশানি গুরোরগ্রে নিবেদয়েৎ।
গুরৌ দত্তে মহেশানি সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ।। ২৪
গুরুপত্নী মহেশানি যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
বলিদানাদিকং সর্ব্বং তত্র হোমং বিবর্জ্জয়েৎ।। ২৫
হোমীয়দ্রব্যমানীয় দেব্যগ্রে স্থাপয়েদ্বুধঃ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
তেন হোমফলং জাতং ন চাগ্নৌ হোময়েদ্বুধঃ।। ২৬
গুরুং বিলঙ্ঘ্য শাস্ত্রেঽস্মিন্নাধিকারী সুরোঽপি চ।
গুরুণা যৎ কৃতং দেবি তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।। ২৭
ঋত্বিক্‌পুত্রাদয়ো দেবি স্মৃত্যুক্তা বহবঃ প্রিয়ে।
তন্ত্রোক্তং পরমেশানি নান্যদ্বক্ত্রং বিলোকয়েৎ।। ২৮
ইষ্টপূজাদিকং সর্ব্বং যঃ কুর্য্যাজ্জনসন্নিধৌ।
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা।। ২৯

হইবে, গুরুকে পূজাদ্রব্য সমর্পণ করিলেই সেই পূজাতে শতকোটীগুণ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৩-২৪

যে সময়ে গুরুপত্নী পূজাদি কার্য্য করিবেন, সেই পূজাতে বলিদানাদি সমস্তকার্য্যই করিবে, কেবল হোম করিবে না, হোমীয় দ্রব্যসকল মহাদেবীর অগ্রে স্থাপন করিবে অনন্তর মূলমন্ত্র সমুচ্চারণপূর্ব্বক সেই দ্রব্য সকল মহাদেবীকে নিবেদন করিতে হইবে। তাহা হইলে হোমের ফলপ্রাপ্তি হয়, অগ্নিতে আহুতি প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না। ২৫-২৬

উক্ত সাধনকার্যে গুরুকে অতিক্রম করিয়া দেবগণকেও পূজাদির অধিকারী জ্ঞান করিবে না, দেবি! গুরুদেব যে কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ২৭

স্মৃত্যাদিশাস্ত্রে, পুরোহিত পুত্র প্রভৃতি অনেক অধিকারী উক্ত আছে, কিন্তু প্রিয়ে! তন্ত্রোক্ত কার্য্যে অন্য ব্যক্তির মুখাবলোকনও করিবে না। ২৮

যে ব্যক্তি অন্যান্য জন সন্নিধানে ইষ্টপূজাদি তন্ত্রোক্ত কার্য্য করেন, তাহার সর্ব্বার্থ হানি হইয়া থাকে এবং ভগবতী চণ্ডিকাদেবীও ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন, বরং তন্ত্রোক্ত পূজাদি কার্য্য না করা কর্তব্য, তথাপি জনসন্নিধানে পূজা করা উচিত নহে। দেবি! যদি কখনও অন্যলোকের সমক্ষে তন্ত্রোক্ত পূজাদি কার্য্য

বরং পূজা ন কর্ত্তব্যা ন কুর্য্যাজ্জনসন্নিধৌ।
অন্যসন্নিহিতে দেবি যদি পূজাপরো ভবেৎ।। ৩০
বিষ্ণুতন্ত্রোক্তপূজাদি তত্তন্মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
তেন পূজাদিকং জাতং ন চ ব্যক্তং কদাচন।। ৩১
বামকুক্ষৌ স্থিতং পাপং পুরুষং কজ্জলপ্রভম্।
তস্য সংহরণার্থায় মহতী প্রকটীকৃতা।। ৩২
লিঙ্গদেহো মহেশানি তস্য দেহো ন সংশয়ঃ।
পাপদেহং ভবেদ্দগ্ধং স্বদেহং নৈব নাশয়েৎ।। ৩৩
আলীঢ়ং বামপাদন্তু প্রত্যালীঢ়ন্তু দক্ষিণম্।
সংহাররূপিণী কালী জগন্মোহনকারিণী।। ৩৪
বহ্নিরূপা মহামায়া সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
অতএব মহেশানি শ্মশানালায়বাসিনি।। ৩৫
আলীঢ়-পাদা সা দেবী প্রত্যালীঢ়া ক্ষণে ক্ষণে।
অনন্তরূপিণীং শ্যামাং কো বক্তুং শক্যতে প্রিয়ে।। ৩৬

করিতে হয়, তাহা হইলে সেই পূজাদিতে বিষ্ণুতন্ত্রোক্ত মুদ্রাদি প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা হইলে পূজাদি ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত কার্য্যসকল সর্বথা গুপ্তভাবে রাখিবে, যাহাতে প্রকাশ হইতে না পারে, তাহাই কর্ত্তব্য। ২৯-৩১

উদরের বামভাগে কজ্জলপ্রভ যে পাপ পুরুষ বিদ্যমান আছে, তাহার সংহারার্থ যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা প্রকাশিত আছে। এই লিঙ্গদেহ অর্থাৎ স্থূল শরীরই সেই পাপ পুরুষের দেহ, এই দেহই পাপদেহ বলিয়াই কীর্তিত আছে। এই পাপদেহই দগ্ধ করিবে, প্রকৃত দেহনাশ করিবে না, ভূতশুদ্ধিকালে এই পাপময় স্থূলশরীরই দগ্ধ হইয়া থাকে। ৩২-৩৩

বাম পাদকে আলীঢ় এবং দক্ষিণ পাদকে প্রত্যালীঢ় বলা যায়। এই সংহাররূপিণী কালীই অনন্ত জগতের মোহন করিয়া থাকেন। ৩৪

এই মহামায়া বহ্নিরূপা। দেবি! আমার বাক্য সত্য সত্য জানিবে, কোনরূপ সংশয় করিবে না। মহেশানি! সেই মহামায়া বহ্নিরূপা বলিয়াই শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন। ৩৫

দক্ষিণকালিকা দেবী সর্ব্বদাই আলীঢ় পাদা, ইনি ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যালীঢ়

অনন্তরূপিণী শ্যামা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।
গুরুণা যস্য যৎ প্রোক্তং তত্তস্য ব্রহ্মসংহিতম্।। ৩৭
নিশা তু পরমেশানি সূর্য্যে চাস্তমুপাগতে।
প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বে পরে চ যে।। ৩৮
মহানিশা সমাখ্যাতা ততশ্চাতিমহানিশা।
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবি পশুভাবেন পূজয়েৎ।। ৩৯
দশদণ্ডে তু যা পূজা তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
ষষ্ঠক্রোশে মহেশানি তৎসর্ব্বমমৃতোপমম্।। ৪০
সপ্তমক্রোশকে দেবি সর্ব্বং ক্ষীরোপমং ভবেৎ।
অষ্টমক্রোশকে দেবি দ্রব্যতুল্যং ন সংশয়।। ৪১

প্রদা থাকেন, অর্থাৎ সর্ব্বদাই বাপাদে নির্ভর করিয়া আছেন, কখন কখন দক্ষিণ পাদেও নির্ভর করিয়া থাকেন, ইনি অনন্তরূপিণী। প্রিয়ে! কখন কোন রূপধারণ করেন, তাহার নিশ্চয় নাই; সুতরাং কেহই ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না। ৩৬

শ্যামা অনন্তরূপিণী; সুতরাং ইহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। ইনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদান করেন। এই শ্যামাবিষয়ে গুরু যাহাকে যেরূপ উপদেশ করেন, তাহার পক্ষে গুরুর সেই উপদেশই ব্রহ্মসংহিতা স্বরূপ; সুতরাং সাধক গুরুর উপদেশানুসারে শ্যামার আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ৩৭

পরমেশ্বরি! সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেই নিশা বলা যায়। রাত্রির এক প্রহর বিগত হইলে পর ঘটিকাদ্বয় সময় মহানিশা হয় এবং ইহার পর অতি মহানিশা হইয়া থাকে। রাত্রির প্রথমার্দ্ধ গত হইলে পশুভবে দেবীর পূজা করিতে হইবে। ৩৮-৩৯

দশদণ্ড সময়ে যে পূজা করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদান করে, ষষ্ঠ ক্রোশ অর্থাৎ দ্বাদশদণ্ড সময়ে পূজা করিয়া যাহা কিছু দেবতাকে অর্পণ করা যায়, তাহা অমৃততুল্য হয়। দেবতাকে অমৃততুল্য প্রদান করিলে যেরূপ ফল হয়, এই পূজাতেও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। ৪০

সপ্তম ক্রোশ, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দণ্ড রাত্রিতে পূজা করিয়া যে সকল দ্রব্য প্রদান করা যায়, তাহা ক্ষীরোপম, দেবতাকে ক্ষীর প্রদান করিলে যেরূপ দেবতার তৃপ্তি হয়, এই পূজাতেও সেইরূপ তৃপ্তি হইতে পারে। অষ্টমক্রোশে, অর্থাৎ

অতঃপরং মহেশানি বিষতুল্যং ন সংশয়ঃ।
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি পশুভাবে ময়োদিতম্।। ৪২
দীব্যবীরমতে দেবি তত্ত্বজ্ঞানে প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় যদি পূজাপরো ভবেৎ।। ৪৩
কালাকালং মহেশানি বিচারং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবি কুলপূজা প্রকীর্ত্তিতা।। ৪৪
অতিস্নেহেন দেবেশি তব স্থানে প্রকাশিতম্।
পশোরগ্রে প্রকাশং বৈ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।। ৪৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
ষষ্ঠঃ পটলঃ

ষোড়শ দণ্ড সময়ে দেবীর পূজা করিয়া যাহা অর্পণ করা যায়, তাহা সাধারণ দ্রব্যতুল্য জানিবে। সাধারণ দ্রব্য প্রদান করিলে যেরূপ ফল হয়, ষোড়শ দণ্ড সময়ে পূজা করিলেও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে সংশয় নাই। ৪১

রাত্রি ষোড়শ দণ্ডের পর দেবীর পূজা করিয়া যেসকল দ্রব্য প্রদান করা যায়, তাহা বিষ তুল্য। দেবীকে বিষপ্রদান করিলে যেরূপ ফল হয়, ষোড়শ দণ্ডের পর পূজা দ্রব্য প্রদানেও সেইরূপ ফল হইবে। দেবি! আমি এই সমুদায় বিধি পশুভাবে বলিলাম। যাহারা পশ্বাচারী, তাহারা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিয়া দেবীর পূজা করিবে। ৪২

দেবি! যাহারা দিব্য বীরমতে অবস্থিত, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানে পূজা করিবে। যদি সাধক পঞ্চতত্ত্ব আনয়ন করিয়া পূজা তৎপর হয়, মহেশ্বরি! সেই সময়ে পূজার কালাকাল বিচার পরিত্যাগ করিবে। কৌলিকাচারমতে অর্দ্ধরাত্রি বিগত হইলে যে পূজা করা যায়, তাহাই কুল পূজা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৪৩-৪৪

দেবেশি! তোমার প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে, এই নিমিত্ত প্রকাশ করিলাম, তুমি কদাচ ইহা পশুর নিকট প্রচার করিবে না, সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে। ৪৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে ষষ্ঠ পটল।

সপ্তমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

ভূতনাথ জগদ্বন্দ্য জগন্নিস্তারকারক।
ত্বাং বিনা সংশয়চ্ছেত্তা নহি ত্রাতা চ কুত্রচিৎ।। ১
ব্রূহি মে জগতাং নাথ তত্ত্বং পরমদুর্ল্লভম্।
যেন জ্ঞানপ্রসাদেন নির্ব্বাণপদমীয়তে।। ২
কথ্যতাং পরমেশান যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি।
তব স্নেহান্মহাদেব পণ্ডিতাহং ন চান্যথা।। ৩

শ্রীশিব উবাচ—

ত্রৈলোক্যে বাতুলঃ খ্যাতো বাতুলোহহং সুরেশ্বরি।
বাতুলস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতীতা ত্বং কথং প্রিয়ে।। ৪
ত্বমেব পরমং তত্ত্বং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
অতঃপরং মহেশানি বিরতা ভব সুন্দরি।। ৫

পুনর্ব্বার দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূতনাথ! তুমি জগতের আরাধ্য এবং জগতের নিস্তারকারক। তুমি ব্যতিরেকে মনের সংশয় ছেদন করে, এমন কেহ নাই এবং তুমি ব্যতীত ত্রাণকর্ত্তাও আর নাই। ১

হে জগন্নাথ! তুমি আমার নিকট দুর্ল্লভ পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বল। যে তত্ত্বজ্ঞানবলে সাধক নির্ব্বাণ পদ পাইতে পারে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ২

হে পরমেশ্বর! যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহসঞ্চার থাকে, তাহা হইলে পরমতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আমার মানস পূর্ণ কর। আমি তোমার স্নেহবশতই পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছি। এইক্ষণ আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কর, ইহার অন্যথা করিও না। ৩

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শিব কহিলেন, সুরেশ্বরি! আমি ত্রিজগতে বাতুল বলিয়া বিখ্যাত আছি, সুতরাং আমি যে বাতুল, তাহাই সত্য। প্রিয়ে, বাতুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মিবে না। ৪

দেবি! তুমি বাতুলের নিকট কি পরমতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। ৫

শ্রীদেব্যুবাচ—

যদি তত্ত্বং মহাদেব ন মে কথয়সি প্রভো।
প্রাণত্যাগং করিষ্যামি পুরতস্তে ন সংশয়ঃ।। ৫

শ্রীশিব-উবাচ—

সর্ব্বতন্ত্রেষু দেবেশি কথিতঞ্চ ময়া পুরা।
ব্যক্তরূপেণ দেবেশি কথং পৃচ্ছ পুনঃ পুনঃ।। ৭
তব স্নেহান্মহাদেবি কিং ময়া ন প্রকাশিতম্।
ইমাং কথাং মহাদেবি ব্যক্তরূপে চ মা বদ।। ৮

শ্রীদেব্যুবাচ—

তবৈব পুরতঃ স্থিত্বা যদুক্তঞ্চ ময়া পুরা।
তদ্বাক্যং পরমেশান কথং মিথ্যা ভবিষ্যতি। ৯

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং পরমদুর্ল্লভম্।
মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে।। ১০

মহাদেবের বাক্যাবসানে দেবী পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাদেব! যদি তুমি আমাকে পরম তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ না কর, প্রভো! তাহা হইলে আমি তোমার অগ্রে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। ৬

তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে পার্ব্বতীর অগ্রহাতিশয় জানিয়া শিব কহিলেন, দেবেশি! আমি ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বতন্ত্রেই তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছি, তবে আর তুমি কেন পুনঃ পুনঃ ব্যক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ৭

মহাদেবি! আমি তোমার স্নেহবশে কি না প্রকাশ করিয়াছি? মহাদেবি! এই কথা কদাচ প্রকাশ করিয়া কাহারও নিকট বলিও না। ৮

পুনর্ব্বার দেবী কহিলেন, পরমেশ্বর! আমি পূর্ব্বে তোমার অগ্রে থাকিয়াই যাহা বলিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইবে? আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, রহস্য বিষয় গোপন করিয়া রাখিব, সুতরাং এইক্ষণ কোন রূপেও ইহা প্রকাশ হইতে পারিবে না। ৯

অনন্তর শিব কহিলেন, দেবি! আমি পরমদুর্ল্লভ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কহিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্রোদ্ধার-ক্রমে তোমাকে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিব। ১০

ভান্তমকারসংযুক্তং থান্তং বায়ুযুতং কুরু।
বিন্দুযুক্তং পুনর্ভান্তমাকারং বিন্দুসংযুতম্।। ১১
চন্দ্রবীজং সমুচ্চার্য্য অংকারং তদনন্তরম্।
পুনর্ভান্তং তকারঞ্চ চন্দ্রবায়ুযুতং শিরঃ।। ১২
পুনর্ভান্তং মহেশানি পঞ্চমস্বরসংযুতম্।
থান্তং বহ্নিসমারূঢ়মাকারসংযুতং কুরু।। ১৩
পুনর্ভান্তং মহেশানি সূর্য্যস্বরবিভূষিতম্।
তান্তমুকারসংযুক্তং ধান্তমাকারসংযুতম্।।১৪
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
যদি বিপ্রো ভবেদ্দেবি পঞ্চতত্ত্বপরায়ণঃ।। ১৫
সত্যং সত্যং মহেশানি পরতত্ত্বেব প্রলীয়তে।
যথা জলং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি।
তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি।। ১৬

ভান্ত, অর্থাৎ মকারে অকার সংযোগ করিয়া থান্ত, অর্থাৎ দকারে য ও বিন্দুযোগ করিলে "মদ্য" এই শব্দ হয়। পুনর্ব্বার ভান্ত, অর্থাৎ মকারে আকার ও বিন্দুযোগ করিয়া বিন্দু সংযুক্ত চন্দ্রবীজ, অর্থাৎ সকার উচ্চরণ করিলে "মাংস" এই পদ হইবে, অনন্তর অকারযুক্ত মকার এবং অস্বর তকার উচ্চরণ করিয়া চন্দ্রবীজ অর্থাৎ সকার ও বায়ুবীজ, অর্থাৎ যকার এই দুই বর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহাতে বিন্দু যোগ করিলে "মৎস্য" এই শব্দ হয়, পরে মকারে পঞ্চমস্বর, অর্থাৎ উকার যোগ করিয়া থান্ত অর্থাৎ দকার এবং বহ্নি অর্থাৎ র, সংযুক্ত এই বর্ণদ্বয়ে আকার যোগ করিলে "মুদ্রা" এই শব্দ হইবে। পুনর্ব্বার মকারে সূর্য্যস্বর, অর্থাৎ ঐকারযুক্ত করিয়া তান্ত অর্থাৎ থকারে উকার যোগ করিবে। পরে ধান্ত, অর্থাৎ ন এই বর্ণে শির, অর্থাৎ অং এই বর্ণ যোগ করিবে ইহাতে "মৈথুনং" এই শব্দ হইবে। ১১-১৪

দেবি! উক্ত মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন ইহাদিগকে পঞ্চতত্ত্ব, অথবা পঞ্চাচার কহে। এই পঞ্চতত্ত্ব সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত আছে। দেবি! ভাগ্যবশতই কোন ব্রাহ্মণ পঞ্চতত্ত্ব পরায়ণ হইতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ ! পঞ্চতত্ত্ব পরায়ণ হইতে পারেন না। ১৫

পঞ্চতত্ত্ব পরায়ণ সাধকই পরমতত্ত্বে লীন হইতে পারেন। মহেশানি!

ক্ষত্রীয়ঃ পরমেশানি সহযোগে বসেদ্ধ্রুবম্।
বৈশ্যস্তু লভতে দেবি স্বরূপো নাত্র সংশয়ঃ।। ১৭
শূদ্রস্তু পরমেশানি সহলোকে সদা বসেৎ।
এতদন্যো মহেশানি যদি তত্ত্বপরায়ণঃ।। ১৮
সত্যং সত্যং মহেশানি মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতম্।
সেনানী পরমেশানি দেবীদেহে প্রলীয়তে।। ১৯
শোধনঞ্চ ময়া প্রোক্তং নীলতন্ত্রাদিযামলে।
ন কস্মৈচিৎ প্রবক্তব্যং প্রকাশাচ্ছিবহা ভবেৎ।। ২০

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
সপ্তমঃ পটলঃ ।।

আমার এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে। পরমেশ্বরি! যেমন জলেতে জল লয় পায়, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ব সেবায় পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে। ১৬

পঞ্চতত্ত্ববান্ ক্ষত্রিয় দেবীর সহযোগে বাস করে এবং বৈশ্য পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ হইলে দেবীর সারূপ্য প্রাপ্তি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭

পরমেশ্বরি! যদি শূদ্রব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সেই শুদ্র দেবীর সহিত দেবীলোকে বাস করে। মহেশানি! এতৎ ভিন্ন অন্যকোন ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ হইলে তাহার মুক্তিফল হইয়া থাকে। আমার এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। দেবি! সেনানীপুরুষ পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ হইলে দেবীদেহে লীন হইয়া থাকে। ১৮-১৯

দেবি! আমি নীলতন্ত্র প্রভৃতি ও যামলাদিতে পঞ্চতত্ত্বশোধন বলিয়াছি, এইক্ষণ তোমার নিকটেও সেই পঞ্চতত্ত্ব বলিলাম, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে না। এই পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ করিলে শিবহনন জনিত পাপ হইয়া থাকে। ২০

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে সপ্তম পটল ।

অষ্টমঃ পটলঃ

শ্রীশিব-উবাচ—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধারিচক্রমুত্তমম্।
অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
যদ্বিনা পরমেশানি মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্ন হি।। ১
চতুরস্রং লিখেৎ কোষ্ঠং যাবৎ ষোড়শকোষ্ঠকম্।
তাবদঙ্কান্ প্রযত্নেন রচয়েৎ সাধকোত্তমঃ।। ২
তত্র বর্ণান্ লিখেন্মন্ত্রী প্রকারং শৃণু সাদরম্।
ইন্দ্বগ্নিরুদ্রনবনেত্রযুগার্কদিক্ষু ঋত্বষ্টষোড়শচতুর্দ্দশভৌতিকেষু।
পাতালপঞ্চদশবহ্নি-হিমাংশুকোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেল্লিপি ভবান্
ক্রমশস্তু ধীমান্।। ৩
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহণাদ্দেবি রিপুর্ম্মূলং নিকৃন্ততি।। ৪
ইত্যাদিকং ফলং দেবি পূর্ব্বাম্লায়ে ময়োদিতম্।
নামানুরূপমেতেষাং শুভাশুভফলং লভেৎ।। ৫

শিব কহিলেন, অতঃপর সর্ব্বতন্ত্রোক্ত সিদ্ধারিচক্র বলিব, এই চক্রের বিজ্ঞান মাত্র মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে, এই চক্রবিজ্ঞান ব্যতিরেকে মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে না। ১

প্রথমতঃ চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে যাহাতে ষোড়শ কোষ্ঠা হইতে পারে, এইরূপ করিয়া সাধক যত্নপূর্ব্বক রেখাপাত করিয়া ষোড়শ কোষ্ঠান্বিত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। ২

এই কোষ্ঠাসমূহে যে প্রকারে বর্ণপাত করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, আদর পূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথম গৃহে অ, তৃতীয় গৃহে আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ৠ, ষষ্ঠে ঌ, অষ্টমে ৡ, ষোড়শে এ, চতুর্দ্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং, ত্রয়োদশ গৃহে অঃ। এই রূপে ষোড়শকোষ্ঠায় ষোড়শ স্বরবর্ণ বিন্যাস করিয়া এই নিয়মে উক্ত ষোড়শ কোষ্ঠাতে ককারাদি হ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সকল বিন্যাস করিতে হইবে। ৩-৪

উক্তপ্রকারে চক্র অঙ্কিত করিয়া সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ গণনা

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গণনাক্রমমুত্তমম্।
নামাদ্যক্ষরতো দেবি যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্।। ৬
কাদিডান্তং খাদিঢান্তং গাদিণান্তং ঘতান্বিতে।
ঙাদিথান্তং চাদিদান্তং ছাদিধান্তং জনান্তিকে।। ৭
ঝাদিপান্তং ঞাদিফান্তং টাদিবান্তং ঠভান্তিকে।
ডাদিমান্তং ঢাদিযান্তং ণাদিরান্তং তলান্তিকে।। ৮
বর্ণত্রয়ং মহেশানি কোষ্ঠে পঞ্চদশে প্রিয়ে।
আদিকোষ্ঠে চতুর্ব্বর্ণান্ বিলিখেৎ সাধকোত্তমঃ।। ৯
বর্ণাষ্টকং গৃহীত্বা তু কথিতং তব সুব্রতে।
কোষ্ঠস্থিতান্ সমাদায় গণনামাচরেৎ সুধীঃ।
নামাদ্যক্ষরসংযুক্তং সিদ্ধকোষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্।। ১০

করিবে। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা কালান্তরে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সাধ্যমন্ত্র গ্রহণ করিয়া জপ হোমাদি করিলে সেইমন্ত্র সিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে, রিপুমন্ত্রগ্রহণ করিলে সাধক সমূলে বিনাশ পায়। দেবি! উক্তপ্রকারে সিদ্ধারিচক্রের ফল পূর্ব্ব আম্নায়ে সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছি, বি[illegible]তঃ সাধ্য, সিধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই সকল নামানুসারে শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিবে। ৫-৬

দেবি। এইক্ষণ উক্ত চক্রদ্বারা যেরূপ গণনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, অরি এইরূপ গণনা করিবে। ৭

ক হইতে ড পর্য্যন্ত, খ হইতে ঢ পর্য্যন্ত, গ হইতে ণ পর্য্যন্ত, ঘ হইতে ত পর্য্যন্ত, ঙ হইতে থ পর্য্যন্ত, চ হইতে দ পর্য্যন্ত, ছ হইতে ধ পর্য্যন্ত, জ হইতে ন পর্য্যন্ত, ঝ হইতে প পর্য্যন্ত, ঞ হইতে ফ পর্য্যন্ত, ট হইতে ব পর্য্যন্ত, ঠ হইতে ভ পর্য্যন্ত, ড হইতে ম পর্য্যন্ত, ঢ হইতে য পর্য্যন্ত, ণ হইতে র পর্য্যন্ত এবং ত হইতে ল পর্য্যন্ত, সিদ্ধাদি গণনা করিবে। ৮

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণ বিন্যাস করিলে পঞ্চদশ কোষ্ঠার প্রতি গৃহে তিন তিন বর্ণ বিন্যস্ত হইবে, কেবল প্রথম কোষ্ঠাতে চারিবর্ণ থাকিবে। ৯

প্রিয়ে! সাধক উক্ত প্রকারে চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে বর্ণ বিন্যাস করিবে। সুধী সাধক কোষ্ঠগত বর্ণ সকল গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, যে.....

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাকারস্তু সিদ্ধিদম্।
যং বিনা পরমেশানি ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।। ১১
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং সুরেশ্বরি।
পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং সামান্যে চ জলে তথা।। ১২
অথবা পুষ্পযন্ত্রে চ পূজয়েচ্ছিবলিঙ্গকে।
যন্ত্রভেদেন দেবেশি ফলং সম্যক্ প্রজায়তে।। ১৩
শালগ্রামে শতগুণং মণৌ তদ্বৎ ফলং লভেৎ।
যন্ত্রে লক্ষগুণং প্রোক্তং প্রতিমায়াং তথৈব চ।। ১৪
পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং সমানফলমীরিতম্।
সামান্যে চ জলে দেবি পূজাদি-দোষশান্তয়ে।। ১৫
পুষ্পযন্ত্রে মহেশানি পূজনাৎ সর্ব্বসিদ্ধিভাক্।
শিবলিঙ্গে মহেশানি অনন্তফলমীরিতম্।। ১৬

কোষ্ঠাতে নামের আদ্যক্ষর দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সিদ্ধ কোষ্ঠ জ্ঞান করিবে। ১০

পরমেশ্বরি! অতঃপর পূজাপ্রকার বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পূজাই সাধককে সিদ্ধি প্রদান করে। পূজাব্যতিরেকে কোনরূপেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ১১

শালগ্রামে, শিলাতে, মণিতে, যন্ত্রে, প্রতিমাতে, পুস্তকে, গঙ্গাতে, সামান্যজলে, পুষ্পযন্ত্রে অথবা শিবলিঙ্গে সাধক দেবীর পূজা করিবে। দেবেশি! যন্ত্রবিশেষে পূজা করিলে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। ১২-১৩

শালগ্রাম শিলাতে দেবীর পূজা করিলে সেই পূজাতে শতগুণ ফললাভ হয়, মণিতে পূজা করিলেও উক্তরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যন্ত্রেতে ও প্রতিমাতে পূজা করিলে লক্ষগুণ ফল কথিত আছ। ১৪

পুস্তকে ও গঙ্গাতে দেবীর অর্চ্চনার সমান রূপ ফল হয়, সামান্যরূপ জলে পূজা করিলে কেবল পূজা দোষশান্তিমাত্র লাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দীক্ষিত ব্যক্তি প্রতিদিন ইষ্ট দেবতার পূজা না করিলে যে দোষ হইয়া থাকে, সামান্য জলে পূজা করিলে সেই দোষেরই নিবৃত্তি হয়, অন্য কোন বিশেষ ফল হয় না। ১৫

মহেশানি পুষ্পযন্ত্রে পূজা করিলে সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিভাগী হয়, শিবলিঙ্গে পূজা করিলে অনন্তফল হইয়া থাকে। ১৬

ন কুর্য্যাৎ পার্থিবে লিঙ্গে দেবীপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
পার্থিবে পূজনাদ্দেবি সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।। ১৭
যদি দৈবান্মহেশানি মৃত্তিকাস্খলনং ভবেৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নরকে পূর্ণশোভিতে।। ১৮
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ।
অতএব মহেশানি পার্থিবে ন হি পূজয়েৎ।। ১৯
স্ফাটিকাদীন্ সমানীয় লিঙ্গং নির্ম্মায় যত্নতঃ।
তল্লিঙ্গে পূজনাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।। ২০

ইতিগুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
অষ্টমঃ পটলঃ ।।

প্রিয়ে! কদাচ পার্থিবলিঙ্গে দেবীর পূজাদি ক্রিয়া করিবে না, দেবি! পার্থিবলিঙ্গে পূজা করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। ১৭

মহেশানি! পার্থিবলিঙ্গে পূজার সময় যদি দৈবাৎ সেই লিঙ্গ হইতে মৃত্তিকা স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই স্খলিত মৃত্তিকাগত পরমাণু সমসঙ্খ্যক বৎসর পূজকের নরকে বাস হয়। ১৮

যেহেতু পার্থিব লিঙ্গে পূজাকালে মৃত্তিকাস্খলন হইলে পূজক পিতৃগণের সহিত মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়। মহেশানি! অতএব পর্থিবলিঙ্গে কদাচ পূজা করিবে না। ১৯

দেবি! সাধক স্ফটিকাদি মণি আনিয়া যত্ন সহকারে লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই লিঙ্গে পূজা করিবে, তাহা হইলে সেই সাধক সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বিত হইতে পারে। ২০

ইতিগুপ্তসাধনতন্ত্রে অষ্টম পটল।

নবমঃ পটলঃ

শিব উবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ধনদাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
যামারাধ্য মহাদেবি কুবেরো ধননায়কঃ।। ১
যৎপ্রসাদাম্মহেশানি রমেচ্চ ত্রিদশেশ্বরঃ।
তাং বিদ্যাং পরমেশানি শৃণুস্ব বরবর্ণিনি।। ২
দান্তং বিন্দুসমারূঢ়ং মহামায়াং হরিপ্রিয়াম্।
রতিপ্রিয়ে ততঃ পশ্চাৎ বহ্নিজায়াং ততঃ প্রিয়ে।
নবাক্ষরো মহামন্ত্রো দ্রুতং সিদ্ধিপ্রদায়কঃ।। ৩
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনেন সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশী সিদ্ধির্ম্মম জ্ঞানে ন বর্ত্ততে।। ৪
শতবক্ত্রো যদি ভবেৎ তাবদ্বক্তুং ন শক্যতে।
পঞ্চবক্ত্রেণ দেবেশি কথ্যতে কিং ময়াহধুনা।। ৫
কুবেরোহস্য ঋষিঃ প্রোক্তঃ পংক্তিশ্ছন্দ উদাহৃতম্।
দেবতা ধনদা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।। ৬

শিব কহিলেন, মহাদেবি! অতঃপর ধনদা দেবীর মন্ত্রপূজাদি বলিতেছি। এই ধনদা দেবী সাধকের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন। এই ধনদাকে আরাধনা করিয়া কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন। ১

যাহার প্রসাদ লাভ করিয়া ত্রিদশেশ্বর অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, সুন্দরি! সেই বিদ্যা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

প্রিয়ে! ধং, হ্রীং, শ্রীং, রতিপ্রিয়ে স্বাহা, এই নবাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল, এইমন্ত্র সাধককে শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে। ৩

দেবি! এই বিদ্যার সদৃশ বিদ্যা, মন্ত্রজপের সদৃশ জপ, উক্ত মন্ত্রসিদ্ধির সদৃশ সিদ্ধি, আমি জানি না। ৪

যদি কেহ শতবক্ত্র হইয়া এই বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেও তিনি ইহার সমগ্র মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারেন না, দেবেশি! আমি পঞ্চবক্ত্র দ্বারা ইহার মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিব? ৫

এই মন্ত্রের ঋষি কুবের, ছন্দ পঙ্‌ক্তি এবং দেবতা ধনদাদেবী কথিত আছে। এই ধনদা সাধককে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। ৬

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।
ষড়্‌দীর্ঘমায়য়া চৈব ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।। ৭
ধ্যানমস্যাঃ প্রক্ষ্যামি যেন সিদ্ধো ভবেন্নরঃ।
দেবীং কাঞ্চনকান্তিবিমলাং রক্তাংশুকাচ্ছাদিতাম্‌।
হেমাম্ভোজযুগাভয়াঙ্কুশকরীং রত্নোল্লসৎকুণ্ডলাম্‌।
সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদাং ত্রিনয়নাং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাম্‌।
বন্দে সর্ব্বভয়াপহাং ত্রিজগতাং পাপাপহারীং পরাম্‌।। ৮
স্বকীয়াত্মস্বরূপান্তাং ভাবয়েৎ চিৎস্বরূপিণীম্‌।
এবং ধাত্বা মহেশানি মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ।। ৯
অর্ঘপাত্রং স্থাপয়িত্বা ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ।
পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা ততঃ পীঠমনুং জপেৎ।। ১০

ধনদা দেবী সাধককে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্‌, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌। এই প্রকার দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ৭

অনন্তর ধনদাদেবীর ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ধ্যানানুসারে দেবীর স্বরূপ চিন্তা করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বিত হইতে পারে। ধনদাদেবীর বিমল দেহকান্তি বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায়, ইনি রক্তবস্ত্র পরিধান করেন, ইহার হস্তচতুষ্টয়ে স্বর্ণপদ্মযুগল, অভয় মুদ্রা ও অঙ্কুশ বিদ্যমান আছে। ইনি রত্নখচিত কুণ্ডলদ্বারা শোভা পাইতেছেন, সর্ব্বদা সাধককে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ধনদা দেবী ত্রিনয়না, ইহার গলদেশে সর্পময় হার প্রলম্বিত আছে। ধনদাদেবী সকলের ভয় ও ত্রিজগতের পাপহরণ করেন। অতএব সেই পরদেবতাকে নমস্কার করি। ৮

এই চিৎস্বরূপিণী দেবতাকে আত্মস্বরূপ ভাবনা করিবে। মহেশানি! সাধক উক্তরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। ৯

অনন্তর অর্ঘপাত্র স্থাপন করিয়া ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে, তৎপরে পীঠ দেবতার পূজা করিয়া পীঠমন্ত্র জপ করিবে। ১০

আধারশক্তিমারভ্য যজেৎ পদ্মাসনং প্রিয়ে।
প্রণবাদি-নমোহন্তেন পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।। ১১
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানি মূলেনাবাহনঞ্চরেৎ।
ষড়ঙ্গেন চ সংপূজ্য জীবন্যাসং সমাচরেৎ।। ১২
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ।
দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ যোগাত্মকমনুং স্মরেৎ।। ১৩
পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়েদ্দেবীং যথাবিভববিস্তরৈঃ।
যন্ত্রমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি তজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।। ১৪
নবযোন্যাত্মকং চক্রং বিলিখেৎ কর্ণিকোপরি।
দিগ্দলং পদ্মমালিখ্য চতুরস্রং ততো বহিঃ।। ১৫
কোণেষু বজ্রং সংলিখ্য মধ্যে বীজং সমুল্লিখেৎ।
ইদং যন্ত্রং মহেশানিসাক্ষাদ্দেবীস্বরূপকম্।। ১৬
লক্ষ্মীং পদ্মাং পদ্মালয়াং শ্রিয়ঞ্চৈব হরিপ্রিয়াম্।
শাবঞ্চ কমলাঞ্চৈব অব্জাঞ্চ চঞ্চলান্তথা।। ১৭

প্রিয়ে! আধার শক্তি হইতে পদ্মাসন পর্য্যন্ত পীঠ দেবতাগণের নামের আদিতে প্রণব (ওঁ) ও অন্তে নমঃ শব্দযোগ করিয়া পূজা করিতে হইবে। ১১

অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে আবাহনপূর্ব্বক হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গ পূজা সমাপনান্তে জীবন্যাস করিবে। ১২

অগ্রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেয়দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে, চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম উচ্চরণ করিয়া পূজার দ্রব্যসকল নিবেদন করিতে হইবে। ১৩

উক্তপ্রকারে আপন বিভব অনুসারে পাদ্যাদি উপহার দ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে। অনন্তর ধনদাদেবীর পূজার যন্ত্র বলিতেছি, এইযন্ত্র সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে সাধক মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১৪

কর্ণিকামধ্যে নবযোনিময় চক্র লিখিতে হইবে, তৎপরে দশ দল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে চতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইবে, এই চতুরস্রের কোণেতে বজ্র অঙ্কিত করিয়া কর্ণিকামধ্যে ধং এই বীজ লিখিতে হইবে, মহেশানি! এই যন্ত্র সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপ। ১৫-১৬

অনন্তর লক্ষ্মী, পদ্মলয়া, শ্রী, হরিপ্রিয়া, শবা, কমলা, অব্জা, চঞ্চলা, লোলা এই সকল দেবতার চতুর্থ্যন্ত নামের আদিতে প্রণব, অন্তেতে নমঃ শব্দ যোগ

লোলাঞ্চ প্রণবাদ্যেতা নমোহন্তেন প্রপূজয়েৎ।
পুনর্ম্মধ্যে ততো দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।। ১৮
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা যথাশক্তি জপঞ্চরেৎ।
গুহ্যাদিকং জপফলং দেব্যা হস্তে সমর্পয়েৎ।। ১৯
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা প্রণামাষ্টাঙ্গমাচরেৎ।
অথোত্থায় মহেশানি বিশেষার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।। ২০
আত্মসমর্পণং কৃত্বা বিহরেচ্চ যথেচ্ছয়া।
কিঞ্চিন্নৈবেদ্যং স্বীকৃত্য নির্ম্মাল্যং ধারয়েত্ততঃ।। ২১
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ অভিষেকং দশাংশকম্।। ২২
ততঃ কুর্য্যান্মহেশানি দশাংশং বিপ্রভোজনম্।
এবং কৃত্বা মহেশানি সাক্ষাৎ সুরগুরুঃ প্রভুঃ।। ২৩
তস্য হস্তে মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
নিত্যং নিত্যং মহেশানি ঈশ্বরো যচ্ছতে ধনম্।। ২৪

করিয়া পূজা করিতে হইবে, পুনর্ব্বার সাধক যন্ত্রমধ্যে দেবীর পূজা করিবে। ১৭-১৮

তৎপরে প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে এবং গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তৃত্বমিত্যাদি মন্ত্রে দেবীর হস্তে জল সমর্পন করিতে হইবে। ১৯

অনন্তর পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হইবে। পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ নিবেদন করিবে। ২০

অনন্তর সাধক দেবীকে আত্মসমর্পণ করিয়া যথেষ্ট বিহার করিবে। তৎপরে কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে। ২১

এই দেবতার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপ, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে এবং তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। মহেশ্বরি! সাধক উক্তরূপে ধনদার আরাধনা করিলে সাক্ষাৎ সুরগুরুস্বরূপ হইতে পারে। ২২-২৩

মহেশানি! সাধক এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধনদাদেবীর আরাধনা করেন, তাহার হস্তে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। মহেশ্বরি! উক্তরূপে সাধনা করিলে প্রতিদিন ঈশ্বর তাহাকে ধনপ্রদান করিতে

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চৈব নিবসেন্মন্দিরে সুখে।
ইহলোকে মহেশানি মহেন্দ্রো জায়তে ক্ষিতৌ।। ২৫
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মহেশানি মহামোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
ভোগার্থী লভতে ভোগং যথেচ্ছং বর্ত্ততেঽচিরাৎ।। ২৬
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা মৃতো গচ্ছেদ্ধরেঃ পদম্।
মৃতো রাজকুলে ভূয়ো জন্ম চাপ্নোতি সাধকঃ।। ২৭
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ধনদাস্তোত্রমুত্তমম্।
যদগুপ্তং সর্ব্বতন্ত্রেষু ইদানীং তৎ প্রকাশিতম্।। ২৮
নমঃ সর্ব্বস্বরূপে চ নমঃ কল্যাণদায়িকে।
মহাসম্পৎপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তু তে।। ২৯
মহাভোগপ্রদে দেবি মহাকামপ্রপূরিতে।
সুখমোক্ষপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তু তে।। ৩০
ব্রহ্মরূপে সদানন্দে সদানন্দস্বরূপিণি।
দ্রুতসিদ্ধিপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোঽস্তু তে।। ৩১

থাকেন এবং সর্ব্বদা তাহার গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী সুখে বাস করেন, আর উক্তরূপ সাধক পৃথিবীতে মহেন্দ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ২৪-২৫

মহেশানি! মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়া উক্তরূপ সাধন করিলে মোক্ষলাভ করিতে পারে এবং ভোগার্থী ব্যক্তির চিরকাল যথেচ্ছ ভোগ হয়, বিশেষতঃ সাধক এই আরাধনা দ্বারা ইহলোকে সুখভোগ করিয়া মরণান্তে হরিপদ পায় এবং পুনর্ব্বার রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ২৬-২৭

অনন্তর ধনদাদেবীর স্তোত্র বলিতেছি, এই স্তোত্র সর্ব্বতন্ত্রেই গুপ্ত আছে। এইক্ষণ তাহা প্রকাশ করিলাম। ২৮

হে দেবি! তুমি জগন্ময়ী, সাধককে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও মহাসম্পৎ প্রদান কর, দেবি ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ২৯

দেবি! তুমি সাধকের মহাভোগ প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ কর, তুমি সুখ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক, দেবি ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩০

দেবি! তুমি ব্রহ্মস্বরূপা, আনন্দময়ী, নিত্যানন্দস্বরূপিণী এবং সাধককে শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান কর, দেবি! ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩১

উদ্যৎসূর্য্যপ্রকাশাভে উদ্যাদাদিত্যমণ্ডলে।
শিবতত্ত্বপ্রদে দেবি ধনদায়ৈ নমোহস্তু তে।। ৩২
বিষ্ণুরূপে বিশ্বমতে বিশ্বপালনকারিণি।
মহাসত্ত্বগুণাক্রান্তে ধনদায়ৈ নমোহস্তু তে।। ৩৩
শিবরূপে শিবানন্দে কারণানন্দবিগ্রহে।
বিশ্বসংহাররূপে চ ধনদায়ৈ নমোহস্তু তে।। ৩৪
পঞ্চতত্ত্বস্বরূপে চ পঞ্চাচারসদারতে।
সাধকাভীষ্টদে দেবি ধনদায়ৈ নমোহস্তু তে।। ৩৫
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোরাক্তং সাধকাভীষ্টদায়কম্।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি স লভেৎ সকলং ফলম্।। ৩৬
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।
স সিদ্ধিং লভতে শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।। ৩৭

দেবি! উদয়শীল আদিত্যের ন্যায় তোমার দেহকান্তি প্রকাশ পায়, তুমি আদিত্য মণ্ডলে বাস করিয়া থাক এবং শিবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছ। দেবি ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩২

দেবি! তুমি বিষ্ণুস্বরূপা, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অভীষ্ট দেবতা, তুমিই অনন্ত জগৎপালন করিতেছ এবং সত্ত্বগুণ তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছ। দেবি ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩৩

দেবি! তুমি শিবস্বরূপা, শিবের আনন্দপ্রদায়িনী, তোমার শরীর কারণানন্দময় এবং তুমিই অনন্ত জগতের সংহার করিয়া থাক। দেবি ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩৪

দেবি! তুমি পঞ্চতত্ত্বস্বরূপা ও সর্ব্বদা পঞ্চাচারে নিরতা আছ এবং তুমিই সাধকগণের অভীষ্ট বরপ্রদান করিয়া থাক। দেবি! ধনদে! তোমাকে নমস্কার করি। ৩৫

দেবি! সাধকের অভীষ্ট প্রদায়ক এই স্তোত্র আমি প্রকাশ করিলাম, যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা সমাহিত চিত্তে এইস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বকার্য্যে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, ইহার অন্যথা হয় না। ৩৬-৩৭

ইদং রহস্যং পরমং স্তোত্রং পরমদুর্ল্লভম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।। ৩৮
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি গোপনীয়ং পরাৎপরম্।
প্রপঠন্নাত্র সন্দেহো ধনবান্ জায়তেহচিরাৎ।। ৩৯
ইতি ধনদাস্তোত্রম্।।

শ্রীদেব্যুবাচ

ধনদা যা মহাবিদ্যা কথিতা ন প্রকাশিতা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।। ৪০

শ্রীশিব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্।
সারাৎ সারতরং দেবি কবচং মন্মুখোদিতম্।। ৪১
ধনদাকবচস্যাস্য কুবের ঋষিরীরিতঃ।
পংক্তিশ্ছন্দো দেবতা চ ধনদা সিদ্ধিদা সদা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। ৪২

এই স্তোত্র অতি রহস্য ও পরম দুর্লভ। পার্ব্বতি! এই স্তোত্র স্বীয় যোনির সর্বদা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। ইহা কখনও প্রকাশ করিবে না। দেবি! এই পরম গোপনীয় পরাৎপর পরব্রহ্ম স্বরূপ স্তোত্র পাঠ করিলে অচিরকালে যে মহাধনসম্পন্ন হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৮-৩৯

দেবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! এই যে মহাবিদ্যা ধনদা দেবী কথিতা হইলেন, ইনি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েন নাই। এক্ষণে ধনদা দেবীর পূর্ব্বসূচিত কবচ শুনিতে ইচ্ছা করি। ৪০

শিব কহিলেন, দেবি! আমি মন্ত্রময় কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবি! এই কবচ সকলের সারতর। পূর্ব্বে এই কবচ আমার মুক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ৪১

এই ধনদা কবচের ঋষি কুবের কথিত আছে, পঙক্তি ইহার ছন্দ এবং দেবতা ধনদা। ইনি সর্ব্বদা সাধকের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনই এই কবচ পাঠের ফল। ৪২

ধং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং বীজং মে ললাটকম্।
শ্রীং বীজং যে মুখং পাতু রকারং হৃদি মেহবতু।। ৪৩
তিকারং পাতু জঠরং প্রিকারং পৃষ্ঠতোহবতু।
য়েকারং জঙ্ঘয়োর্যুগ্মে স্বাকারাং পাদমুলকে।। ৪৪
শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং হাকারং সর্ব্বতোহবতু।
ইত্যেতৎ কথিতং কান্তে কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।। ৪৫
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি।
শতবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।। ৪৬
গুরুপূজাং বিনা দেবি ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
গুরুপূজাপরো ভূত্বা কবচং প্রপঠেত্ততঃ।। ৪৭
সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা বিচরেৎ ভৈরবো যথা।
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু মন্ত্রজাপপুরঃসরম্।। ৪৮
সোহভীষ্টফলমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু দেবীং ধ্যাত্বা হৃদম্বুজে।। ৪৯

ধং এই বীজ আমার মস্তক রক্ষা করুক, হ্রীঁ এই বীজ আমার ললাট, শ্রীঁ এই বীজ আমার মুখ, র এই বর্ণ আমার হৃদয়, তি এই বর্ণ আমার উদর, প্রি এই বর্ণ আমার পৃষ্ঠ, য়ে এই বর্ণ আমার জঙ্ঘাযুগ্ম, স্বা এই বর্ণ আমার পাদমূল এবং হা এই বর্ণ শীর্ষাদি পাদপর্য্যন্ত আমার সর্ব্ব শরীর রক্ষা করুক। প্রিয়ে। তোমার নিকট এই কবচ বলিলাম, ইহা সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ। কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম ধারণ করিলে যেমন শরীরে অস্ত্রাদি বিদ্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ এই কবচ পাঠেও সাধকের সমস্ত শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত উক্তরূপ স্তোত্রকে কবচ বলা যায়। ৪৩-৩৫

দেবি! যদি কোন সাধক বিধিপূর্ব্বক গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া এই কবচ পাঠ করেন, তাহা হইলে সেই সাধক শতসহস্রবর্ষ পূজা করিলে যেরূপ ফল হইয়া থাকে, ততোহধিক ফললাভ করিতে পারেন। ৪৬

দেবি! গুরুপূজা ব্যতিরেকে কদাচ সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব অগ্রে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ কবচ পাঠ করিবে। ৪৭

এই কবচ পাঠ করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভৈরবের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে, যে সাধক প্রাতঃকালে মন্ত্র জপ করিয়া এই কবচ পাঠ

ষন্মাসাভ্যন্তরে সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সায়ংকালে পঠেদ্ যস্তু স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।। ৫০
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদযদি।
পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ যোষিদ্বামভুজে তথা।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ।। ৫১
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্ধনদাং শুভে।
স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি সোহচিরাম্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।। ৫২
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি।
অতএব মহাদেবি স পূজ্যো নাত্র সংশয়ঃ।
সমাপ্তং কবচং দেবি কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।। ৫৩

শ্রীদেব্যুবাচ

অহো পূজ্য মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
সর্ব্বযোগময়স্ত্বং হি শরণাগতবৎসলঃ।। ৫৪

করেন, তিনি আপন অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারেন। দেবি! আমার এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে, কোনরূপ সংশয় করিবে না। প্রিয়ে! যে ব্যক্তি পূজা কালে ধনদাদেবীকে আপন হৃদয়কমলে ধ্যান করিয়া এই কবচ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি ষন্মাস মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি সায়ংকালে এই কবচ পাঠ করেন, তিনি স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন ইহাতে সংশয় নাই। ৪৮-৫০

দেবি! যদি ভূর্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া স্বর্ণ মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষ দক্ষিণ বহুতে এবং স্ত্রী বাম বাহুতে ধারণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বিত হইয়া ধনবান ও পুত্রবান হইতে পারে। ৫১

সুন্দরি! এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি ধনদাদেবীর আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি শস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৫২

দেবি! এই কবচ দ্বারা সমাবৃত হইয়া সাধক যেখানে গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই সকলের পূজ্য হইয়া বাস করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। দেবি! এই পর্যন্ত ধনদাদেবীর কবচ সমাপ্ত হইল, আর কি শুনিতে ইচ্ছা আছে? বল। ৫৩

দেবী কহিলেন, মহাদেব! তুমি জগতের পূজ্য, তুমিই সংসার সাগর

কেনোপায়েন দেবেশ শীঘ্রং সিদ্ধা ভবন্তি হি।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং পরমেশ্বর।। ৫৫

শিব উবাচ

প্রেতভূমৌ তু সপ্তাহং প্রত্যহং পরমেশ্বরি।
দিক্‌সহস্রং জপেদ্বিদ্যাং তদা সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।। ৫৬
অথবা পরমেশানি শবমানীয় যত্নতঃ।
বিতস্তিমাত্রখাতে তু পাতনং হট্টমন্দিরে।। ৫৭
অমাবস্যাং সমারভ্য যাবৎ শুক্লাষ্টমী ভবেৎ।
প্রত্যহং প্রজপেদ্বিদ্যাং গজান্তকসহস্রকম্।
তদা সিদ্ধো ভবেদ্দেবি নান্যথা মম ভাষিতম্।। ৫৮
যদেতৎ কথিতং সর্ব্বং তত্ত্বজ্ঞানে সুরেশ্বরি।
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।। ৫৯

হইতে পরিত্রাণের কারণ, তুমিই সর্ব্ব যোগময় এবং যে তোমার শরণাগত হয় তুমি তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ করিয়া থাক। ৫৪

দেবেশ্বর! কি উপায় অবলম্বন করিলে সাধক শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, তৎসমস্ত সবিস্তার বর্ণন কর। ৫৫

শিব কহিলেন, পরমেশ্বরি! শ্মশানভূমিতে সমাশীন হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন দশসহস্র ইষ্ট দেবতার মূলমন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৫৬

পরমেশ্বরি! অথবা যত্নপূর্ব্বক একটী শব আনয়ন করিয়া দ্বাদশাঙ্গুলখাত করিয়া তন্মধ্যে সেই শব সংস্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিবে। ৫৭

অনন্তর অমাবস্যা হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন অষ্টোত্তর সহস্র ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। দেবি! উক্তরূপে আরধনা করিলে সেই সাধক নিশ্চয় সিদ্ধ হইয়া থাকে, প্রিয়ে আমার এই বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। ৫৮

সুরেশ্বরি! আমি এই সিদ্ধিপ্রণালী বলিলাম। ইহা তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সিদ্ধিপ্রদ হয়, দেবি! কদাচ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সাধকের সিদ্ধি হইতে পারে না। ৫৯

অথবা পরযত্নেন কেবলং শক্তিযোগতঃ।
পূর্ব্বচতুষ্টয়ং দেবি সমানীয় প্রযত্নতঃ।। ৬০
তস্যৈ দত্ত্বা স্বয়ং পীত্বা প্রজপেদ্ যদি সাধকঃ।
তদা সিদ্ধিং লভেদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।। ৬১
যত্র যত্র বিনির্দ্দিষ্টং জপকার্য্যে সুরেশ্বরি।
তত্র তত্র মহেশানি গজান্তকসহস্রকম্।। ৬২

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
নবমঃ পটলঃ ।।

অথবা পূর্ব্বোক্ত শক্তি চতুষ্টয় আনয়ন করিয়া পরম যত্নসহকারে কেবল সেই শক্তিযোগে দেবীর আরাধনা করিবে। ৬০

অনন্তর সাধক সেই শক্তিকে পান করাইয়া তাহার অবশিষ্ট স্বয়ং পান করিবে এবং সেই শক্তি সহযোগে জপ করিতে থাকিবে, এইরূপ আরাধনা করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। দেবি! আমার এইবাক্য সত্য সত্য জানিবে, ইহাতে কোনরূপ সংশয় করিবে না। ৬১

সুরেশ্বরি! যে যে স্থানে জপ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিতে হইবে। ৬২

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে নবম পটল ।

শ্রীদেব্যুবাচ

মাতঙ্গী পরমেশানী ত্রৈলোক্যেষু চ দুর্ল্লভা।
মন্ত্ররূপেণ দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো।

শ্রীশিব উবাচ

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে মাতঙ্গীমন্ত্রমুত্তমম্।
প্রণবঞ্চ সমুদ্ধৃত্য মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ।। ১
কামবীজং সমুদ্ধৃত্য কূর্চ্চবীজং সমুদ্ধরেৎ।
মাতঙ্গীং ঙেযুতাং পশ্চাদস্ত্রমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ।। ২
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রঃ সব্বতন্ত্রেষু পূজিতঃ।
সার্দ্ধদশাক্ষরী বিদ্যা ব্রহ্মাদিপরিপূজিতা।। ৩
অস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ।
কুবের ইব বিত্তাঢ্যো ধরণীসদৃশঃ ক্ষমঃ।। ৪
বিরাট্ছন্দো মহেশানি মাতঙ্গী দেবতা স্মৃতা।
ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। ৫

পুনর্ব্বার পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবেশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে পরমেশ্বরী মাতঙ্গীদেবী অতিদুর্ল্লভা। প্রভো! সেই মাতঙ্গীদেবীর মন্ত্রাদি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তন করুন।১

শিব কহিলেন, সুন্দরি! আমি মাতঙ্গী দেবীর মন্ত্র তোমার নিকট কহিতেছি, সুভগে! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হুঁ মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা, এই মাতঙ্গীমন্ত্র সর্ব্বতন্ত্রে পূজিত আছে। ব্রহ্মাদিদেবগণও এই সার্দ্ধ দশাক্ষরী বিদ্যার অর্চ্চনা করিয়াছে। ২-৩

যিনি এই বিদ্যা সম্যক্‌রূপে জানেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। আর সেই ব্যক্তি নারীদিগের নিকট কামদেবতুল্য, শত্রুর সমীপে শমন সদৃশ, কুবেরের ন্যায় ধনবান ও ধরণীতুল্য ক্ষমাশালী হইয়া থাকেন। ৪

মহেশানি! এই মন্ত্রে ছন্দ বিরাট্ এবং দেবতা মাতঙ্গী, ধর্ম্মার্থ কাম

ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং যামলে চ পুরোদিতম্।
তস্যাঃ স্তোত্রং মহাপুণ্যং সাবধানাবধারয়।। ৬
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং নয়নত্রয়শোভিতাম্।
ভক্তানাং বরদাং দেবীং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ৭
শ্যামবর্ণাং মহাদেবীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
দ্রুতসিদ্ধিপ্রদাং দিব্যাং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ৮
মুক্তাহারলতাবল্যাং নানামণিবিরাজিতাম্।
কোটিবিদ্যুৎপ্রতীকাশাং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ৯
বরদাং বরদানাঢ্যাং বরমালাঞ্চ ধারিণীম্।
দৈত্যদানবসংহর্ত্রীং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ১০
কিঙ্কিণীনরহস্তাঢ্যাং কটিদেশসুশোভনাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ১১

মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ হয়, অর্থাৎ এই মন্ত্রের আরাধনাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইতে পারে। ৫

দেবি। এই বিদ্যার ধ্যান ও পূজাদি সমস্তই আমি যামলে প্রকাশ করিয়াছি, এইক্ষণ ইহার মহাপুণ্যপ্রদ স্তোত্র বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৬

যাহার দেহকান্তি উদয়গামী আদিত্যের ন্যায় সমধিক সমুজ্জ্বল, যিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, সেই ত্রিনয়নপরিশোভিতা মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ৭

যিনি শ্যামবর্ণা এবং সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিতা, যিনি ভক্তগণকে শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করেন, সেই দিব্যরূপিণী মহাদেবী মাতঙ্গীকে নমস্কার করি। ৮

যিনি মুক্তাহারে পরিশোভিতা, যিনি নানাপ্রকার মণিগণে বিরাজিতা, যিনি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ৯

যিনি সাধককে বরদান করেন, যিনি বরমুদ্রা ও মালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করেন, সেই মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ১০

যিনি নরগণের হস্তসমূহ কটিদেশে কিঙ্কিণীরূপে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি পট্টবস্ত্র পরিধারিণী, সেই মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ১১

সৌদামিনীসমাভাসাং নানালঙ্কারসংযুতাম্।
ইন্দ্রাদিদেবতাসেব্যাং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ১২
শুদ্ধকাঞ্চনসংযুক্তাং চরণাঙ্গুলিরাজিতাম্।
মাণিক্যরত্নসংযুক্তাং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ১৩
দিঙ্‌মুখে দশচন্দ্রাঢ্যাং সুধাবর্ষণকারিণীম্।
দেববৃন্দসমাযুক্তাং মাতঙ্গীং তাং নমাম্যহম্।। ১৪
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তং সাধিকাভীষ্টদায়কম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।। ১৫
পূজাকালে সকৃদ্বাপি যঃ পঠেৎ স্তোত্রমুত্তমম্।
তং সাধকং বিলোক্যৈব কুবেরোঽপি তিরস্কৃতঃ।। ১৬
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ।। ১৭

যিনি সৌদামিনীর ন্যায় প্রভাশালিনী, যিনি নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা ইন্দ্রাদি দেবগণ নিয়ত যাহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ১২

শুদ্ধ কাঞ্চন সংযোগে যাহার চরণাঙ্গুলি বিরাজিত আছে, যিনি মাণিক্য প্রভৃতি রত্নসংযোগে বিভূষিতা হইয়াছেন, সেই মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ১৩

দশদিক্ যাঁহার দশ বদনস্বরূপ, যিনি দশ চন্দ্রাঢ্যা, যিনি জগতে সুধাবর্ষণ করিয়া থাকেন, যিনি দেববৃন্দে পরিবৃতা আছেন, সেই মাতঙ্গী দেবীকে নমস্কার করি। ১৪

দেবি! এই মাতঙ্গীস্তোত্র কহিলাম, এই স্তোত্র সাধককে অভীষ্টবর প্রদান করে। যে সাধক এই স্তোত্র প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, শীঘ্রই তাঁহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৫

যে ব্যক্তি পূজা কালে একবারমাত্র এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই সাধককে দর্শন করিলে কুবেরও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কুবের হইতেও অধিক ধনশালী হইতে পারে। ১৬

দেবি! এই স্তোত্র সাধারণ লোককে প্রদান করিবে না এবং সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবে না। যেহেতু এই স্তোত্র প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি হয়, এতএব যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। ১৭

স্তোত্রং সমাপ্তং দেবেশি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
কথয়স্ব মহাভাগে যত্তে মনসি বর্ত্ততে।। ১৮

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ জগন্নিস্তারকারক।
মাতঙ্গীকবচং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।। ১৯
যাং সমারাধ্য দেবেশ ধনেশোহভূদ্ধনাধিপঃ।
যামারাধ্য মহাদেব বাসবস্ত্রিদশেশ্বরঃ।। ২০
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহারুদ্রাঃ সমারাধ্য সুরেশ্বরীম্।
সৃষ্টিস্থিতিলয়ং দেবি কর্ত্তারো জগদীশ্বরাঃ।
তস্যাস্তু কবচং দিব্যং কথয়স্বানুকম্পয়া।। ২১

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাতঙ্গীকবচং শুভম্।
তব স্নেহান্মহাদেবি কবচং ব্রহ্মরূপকম্।। ২২

দেবেশি! এই পর্যন্ত মাতঙ্গীদেবীর স্তোত্র সমাপ্ত হইল। প্রাণবল্লভে! অনন্তর যাহা তোমার শুনিতে ইচ্ছা হয়, সেই মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বল। ১৮

দেবী কহিলেন, দেবদেব! তুমি জগতের অধীশ্বর এবং তুমিই জগতের নিস্তার করিয়া থাক, নাথ! সংপ্রতি মাতঙ্গী দেবীর কবচ শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। ১৯

দেবেশ্বর! যাঁহাকে আরাধনা করিয়া কুবের ধনপতি হইয়াছেন এবং যাঁহার আরাধনাতে ইন্দ্র ত্রিদশেশ্বর হইয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহারুদ্র ইহারাও যাঁহাকে আরাধনা করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করত জগতের অধীশ্বর হইয়াছেন, সেই মহাদেবী মাতঙ্গীর কবচ আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। ২০-২১

শিব কহিলেন, দেবি! আমি মাতঙ্গী দেবীর কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই কবচ সাধারণের শুভপ্রদ। দেবি! আমি তোমায় স্নেহবশতঃ পরমব্রহ্ম স্বরূপ এই কবচ বলিতেছি। ২২

ত্রৈলোক্যরক্ষণস্যাস্য দক্ষিণামূর্ত্তিসংজ্ঞকঃ।
ঋষিশ্ছন্দো বিরাড় দেবি মাতঙ্গী দেবতা স্মৃতা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। ২৩
ওঁ বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং বীজং মে ললাটকম্।
ক্লীং বীজং চক্ষুষোঃ পাতু নাসায়াং পরিরক্ষতু ।। ২৪
মাকারং বদনং পাতু তকারং কণ্ঠকেঽবতু।
গ্ঙ্যৈকারং স্কন্ধদেশঞ্চ ফকারং বাহুযুগ্মকম্।। ২৫
টকারং হৃদয়ং পাতু স্বাকারং স্তনযুগ্মকম্।
পৃষ্ঠদেশং তথা নাভিং জঠরং লিঙ্গদেশকম্।। ২৬
পাদদ্বন্দ্বঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং হাকারং পরিরক্ষতু।
সার্দ্ধদশাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গং পরিরক্ষতু।। ২৭
ইন্দ্রো মাং পাতু পূর্ব্বে চ বহ্নিকোণেঽনলোঽবতু।
যমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিশ্চ মাম্।। ২৮
পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পবনোঽবতু।। ২৯
কুবেরো দিশি কৌবের্য্যামীশ ঈশানকোণকে।
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মা সদা পাতু অধশ্চানন্ত এব চ।। ৩০

এই কবচ ত্রৈলোক্য রক্ষা করেন, এই ত্রৈলোক্যরক্ষণ কবচের ঋষি দক্ষিণামূর্ত্তিসংজ্ঞক ভৈরব, ছন্দঃ বিরাট্, মাতঙ্গী দেবী দেবতা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসাধনে ইহার বিনিয়োগ হয়, অর্থাৎ এই কবচ পাঠ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ২৩

ওঁ এই বীজ আমার শির রক্ষা করুক, এইরূপ হ্রীঁ এই বীজ আমার ললাট, ক্লীঁ এই বীজ আমার চক্ষুদ্বয় ও নাসিকা, মা এই বর্ণ আমার বদন, ত এই বর্ণ আমার কণ্ঠদেশ, গ্ঙ্যৈ এই বর্ণ আমার স্কন্ধদেশ, ফ এই বর্ণ আমার বহুযুগল, ট্ এই বর্ণ আমার হৃদয়, স্বা এই বর্ণ আমার স্তনদ্বয় এবং হা এই বর্ণ আমার পৃষ্ঠদেশ, নাভি, উদর, লিঙ্গদেশ, পাদদ্বন্দ্ব প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুক। এই সার্দ্ধ দশাক্ষরী বিদ্যা আমার সর্ব্ব শরীর রক্ষা করুক। ২৪-২৭

ইন্দ্রদেব আমাকে পূর্ব্বদিকে, অগ্নিদেব আমাকে অগ্নিকোণে, যম আমাকে দক্ষিণদিকে, নির্ঋতি আমাকে নৈর্ঋতকোণে, বরুণ দেব আমাকে পশ্চিমদিকে, পবনদেব আমাকে বায়ুকোণে, কুবের আমাকে উত্তরদিকে, ঈশান আমাকে

রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি মাতঙ্গি সর্ব্বসিদ্ধিদে।। ৩১
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরামাদ্ভুতম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স সাক্ষাচ্ছঙ্করঃ স্বয়ম্।। ৩২
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মুলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
শতবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।। ৩৩
ভুর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
সর্ব্বসিদ্ধিযুতঃ সোহপি সর্ব্বসিদ্ধিতপোযুতঃ।। ৩৪
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদগাত্রং প্রাপ্য পার্ব্বতি।
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।। ৩৫
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো নাভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা পতনং ভবেৎ।। ৩৬

ঈশানকোণে, ব্রহ্মা আমাকে উর্দ্ধদিকে এবং অনন্তদেব আমাকে অধোদেশে রক্ষা করুন্। ২৮-৩০

যে যে স্থান রক্ষাহীন ও কবচ বর্জ্জিত, সেই সেই স্থানসর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মাতঙ্গী দেবী রক্ষা করুন্। ৩১

দেবি! তোমার নিকট এই পরমাদ্ভুত কবচ কীর্ত্তন করিলাম, যিনি এই কবচ প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে ও সায়ংকালে পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ হইতে পারেন। ৩২

মুলমন্ত্রে দেবীকে অষ্ট পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া একবারমাত্র এই কবচ পাঠ করিলে সহস্র বর্ষের পূজার ফললাভ হইয়া থাকে। ৩৩

এই কবচ ভূর্জপত্রে লিখিয়া যদি কেহ স্বর্ণমধ্যে ধারণ করেন, সেই সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির অনুকুল তপস্যা সমন্বিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হইয়া থাকেন। ৩৪

পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি এই সর্ব্বরক্ষাকর কবচ পাঠ করেন, তাঁহার শরীরে কেহ ব্রহ্মাস্ত্রনিক্ষেপ করিলেও সেই অস্ত্র কুসুমময়ী মালা হইয়া তাহার শরীরে শোভা পায়, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৫

দেবি! এই কবচ ভক্তিহীন ব্যক্তিকেও পরশিষ্যকে প্রদান করিবে না। যিনি শান্ত ও আপন শিষ্য, তাহাকেই এই কবচ প্রদান করিতে হইবে, অন্যথা ইহার পতন হইয়া থাকে। ৩৬

প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু গুরুপূজাপুরঃসরম্।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।। ৩৭
মধ্যাহ্নে প্রপঠেদ্ যস্তু গুরুচিন্তাপুরঃসরম্।
কুবের ইব বিত্তাঢ্যোজায়তে মদনোপমঃ।। ৩৮
সায়ংকালে পঠেদ্‌যস্তু ধ্যাত্বা দেবীং হৃদম্বুজে।
সর্ব্বসিদ্ধিথযুতো ভূত্বা বচরেৎ ভৈরবোযথা।। ৩৯
গুরুপূজাযুতো ভূত্বা কবচঃ প্রপঠেদ্ যদি।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী তস্য নিবসেন্মন্দিরে সুখে।। ৪০
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা মাতঙ্গীং যদি বা জপেৎ।
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যাৎ মৃতে শূকরতাং ব্রজেৎ।। ৪১
সমাপ্তং কবচং দেবি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
ষট্‌সহস্রং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং হোময়েৎ সুধীঃ।। ৪২

দেবি! যে সাধক প্রাতঃকালে গুরুপূজাপুরঃসর এই কবচ পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হইতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৭

দেবি! যে সাধক মধ্যাহ্নকালে আপন সহস্রদল কমলে গুরুদেবকে চিন্তা করিতে করিতে এই কবচ পাঠ করেন, তিনি কুবেরের ন্যায় ধনবান্ এবং কামদেবের ন্যায় রূপবান্ হইতে পারেন। ৩৮

যে ব্যক্তি সায়ংকালে হৃদয় কমলে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিয়া এই কবচ পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিযুক্ত হইয়া ভৈরবের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। ৩৯

যদি কোন সাধক গুরুপূজা পরায়ণ হইয়া এই কবচ পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী সুখে বাস করিতে থাকেন। ৪০

দেবি! এই কবচ না জানিয়া যদি কেহ মাতঙ্গী দেবীর অর্চ্চনা অথবা মন্ত্রজপ করেন, তিনি ইহলোকে দরিদ্র হইয়া মরণান্তে পরলোকে গমনপূর্ব্বক শুকরযোনি প্রাপ্ত হয়েন। ৪১

দেবি! এই পর্যন্ত মাতঙ্গীর কবচ সমাপ্ত হইল, প্রাণবল্লভে। অতঃপর যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ষট্ সহস্র মাতঙ্গীর মন্ত্র জপ করিয়া সুধী সাধক জপের দশাংশ, অর্থাৎ ষট্ শত হোম করিবে। ৪২

ব্রহ্মবৃক্ষৈর্ভবেৎ কাষ্ঠৈর্হোমাৎ সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ।
তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ দশাংশমাচরেৎ সুধীঃ।। ৪৩
তদ্দশাংশং মহেশানি কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণভোজনম্।
ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী নান্যথা মম ভাষিতম্।। ৪৪
সকৃৎ কৃতে পরেশানি যদি সিদ্ধির্ন জায়েত।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যঃ ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্।। ৪৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিবসংবাদে
দশমঃ পটলঃ ।।

দেবি! পলাশ সমিধদ্বারা হোম করিতে হইবে, এইরূপ জপ ও হোম করিলে সাধক সর্ব্ব সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে, অনন্তর হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে। দেবি! সাধক উক্তকার্য্য সকল করিয়া অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি এইরূপে মাতঙ্গী দেবীর আরাধনা করেন, সেই সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, আমার এইবাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। ৪৩-৪৪

দেবি! যদি একবার এইরূপ সাধন করিলে সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উক্তরূপে আরাধনা করিলেই নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে। ৪৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে দশম পটল।

একাদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বহর্ত্তা বিশ্বসংসারপালকঃ।
ত্বং বিনা সংশয়চ্ছেত্তা ন হি ত্রাতা চ কুত্রচিৎ।। ১
বৈষ্ণবেষু চ শৈবেষু শাক্তে সৌরগণেঽপি চ।
সর্ব্বত্র বিহিতাং মালাং বদ মে পরমেশ্বর।। ২

ঈশ্বর উবাচ

অক্ষমালা মহেশানি পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।
অকারাদির্ম্মহেশানি ক্ষকারান্তো যতঃ প্রিয়ে।। ৩
অক্ষমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্র-প্রপূজিতা।
অস্যা জপনমাত্রেণ মহামোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।। ৪

শ্রীদেব্যুবাচ

যোগমালাজপাদেব সর্ব্বযোগেশ্বর প্রভো।
দেহমধ্যস্থিতাং মালাং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্।। ৫

পুনর্ব্বার পার্ব্বতী কহিতেছেন, দেবদেব! তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর, বিশ্ব সংহার কর এবং তুমিই এই বিশ্বের পালন করিতেছ। নাথ! তুমি ব্যতিরেকে সংশয় ছেদ করে, এমন কেহ নাই এবং তুমি ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তাও আর নাই। ১

বিষ্ণুবিষয়ে, শিবমন্ত্রাদিজপে, শক্তিদেবতার আরাধনাতে, সূর্য্যমন্ত্রজপে, গণেশমন্ত্রসাধনে যে যে মালা বিহিত হয়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। ২

ঈশ্বর কহিলেন, মহেশানি! পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী মালাই অক্ষমালা বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। প্রিয়ে! যেহেতু অকার হইতে ক্ষপর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণই এই মালার অন্তর্গত আছে, এতএব ইহাকে অক্ষমালা শব্দে নির্ণয় কার যায়। এই মালা সর্ব্বতন্ত্রেই পূজিত আছ। এই মালায় জপ মাত্রেই সাধকের মহামোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ৩-৪

দেবী কহিলেন , প্রভো! যোগমালা জপ করিলেই তৎক্ষণাৎ সেই সাধক সর্ব্ব যোগের ঈশ্বর হইতে পারেন। এইক্ষণ আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, দেহমধ্যে যে পঞ্চাশদ্বর্ণ রূপিণী মালা আছে, মহাদেব ! তাহা পরিত্যাগ করিয়া সাধকগণ

তাং বিহায় মহাদেব অস্থিমালাং জপেৎ কথম্।
দীক্ষিতস্য চ যচ্চাস্থি তদ্বর্জ্জং বা কথং বিভো।। ৬
যস্য ছায়াদিসংস্পর্শাদ শুচির্জ্জায়তে পুমান্।
তস্যাস্থি চ সমানীয় সর্ব্বাঙ্গে ভুষণং কথম্।। ৭

শ্রীশিব উবাচ

শক্তিঞ্চ মন্ত্রপূতঞ্চ ব্রাহ্মণাদীন্ সুরেশ্বরি।
বর্জ্জয়িত্বা প্রযত্নেন শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
কুর্য্যাচ্ছবং তথা মালাং মুণ্ডং শ্মশানমেব চ।। ৮
প্রণবং নিষ্কলং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ।
প্রণবং প্রজপেদ্ যস্তু স সাক্ষাদ্বিষ্ণুরূপধৃক্।। ৯
ওঁকারাৎ সর্ব্ববর্ণানি জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
ওঁকারং ত্রিগুণং দেবি গুণাতীতন্তু নিষ্কলম্।। ১০

কি নিমিত্ত অস্থি মালা জপ করিয়া থাকে? আর জপ কার্যে অস্থিমালা করিতে হইলে কি নিমিত্তই বা সাধকগণ দীক্ষিত ব্যক্তির অস্থিবর্জন করিয়া থাকেন? আর যাহাদিগের ছায়াস্পর্শ করিলেও মনুষ্য অশুচি হয়, নাথ। কি কারণে উক্তরূপ অশুচি ব্যক্তির অস্থি আনয়ন করিয়া সাধকগণ অঙ্গভূষণ করিয়া থাকে? প্রাণেশ্বর আমার এই সমুদায় সংশয় ছেদন কর। ৫-৭

শিব কহিতেছেন, হে সুরেশ্বরি! হে প্রাণাধিকে। যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। স্ত্রী শরীর, মন্ত্রপূত করিয়া শব, মালা, মুণ্ড ও শ্মশান গ্রহন করিতে হইবে। কদাচ কেহ স্ত্রী প্রভৃতির শরীরদ্বারা শবসাধন করিবে না, উহাদিগের অস্থিদ্বারা মালা করিবে না এবং তাহাদিগের মুণ্ড গ্রহণ করিয়া দেবতা সাধনে প্রবৃত্ত হইবে না, অথবা স্ত্রী, দীক্ষিত ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণাদির শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধি করিতে যাইবে না। ৮

দেবি! একমাত্র প্রণব অর্থাৎ ওঁ এই বর্ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক, যিনি সেই প্রণবমন্ত্র জপ করেন, তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিবে। ৯

দেবি! ওঙ্কার হইতেই সর্ব্ব বর্ণের উৎপত্তি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। এই ওঙ্কার সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিগুন বিশিষ্ট এবং গুণাতীত নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ।১০

গুরুবক্ত্রান্মহামন্ত্রং প্রাপ্নোতি চৈব মানবঃ ।
সর্ব্বে বর্ণা মহেশানি লীয়ন্তে প্রণবে প্রিয়ে ।। ১১
অতএব মহেশানি প্রণবো ব্রহ্মরূপকঃ ।
স্ত্রীশূদ্রয়োঃ পরেশানি প্রণবে নাধিকারিতা ।। ১২
তজ্জাতশ্চৈব চাণ্ডালঃ সর্ব্বমন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ ।
মন্ত্রহীনে তু অস্থ্যাদিঃ সর্ব্ববর্ণবিভূষিতঃ ।। ১৩
অকারাদি-ক্ষকারান্তা অস্থিমধ্যে স্থিতাঃ সদা ।
তিলার্দ্ধে চাস্থিমধ্যে চ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ।। ১৪
অতএব বহিঃকণ্ঠে গ্রীবায়াঞ্চ তথা করে ।
সর্ব্বত্রাহং পরেশানি মহাশঙ্খবিভূষিতঃ ।। ১৫
মহাশঙ্খাখ্যমালায়াং যো জপেৎ সাধকোত্তমঃ ।
অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরো নাত্র সংশয়ঃ ।। ১৬

সাধক গুরুদেবের মুখ হইতে মহামন্ত্র প্রণব প্রাপ্ত হয়, প্রিয়ে ! এক প্রণবেই বর্ণ সমুদায় বিলীন আছে । মহেশানি ! অতএব প্রণবই সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী । আর স্ত্রী ও শূদ্র, ইহাদিগের প্রণবে অধিকার নাই । তথাপি স্ত্রী শক্তিরূপা, দেবি ! এইক্ষণ বিচার করিয়া দেখ, ব্রাহ্মণ ও দীক্ষিত ব্যক্তি প্রণব মন্ত্র জপ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগের শরীর শব সাধনাদি কার্যের উপযোগী নহে । ১১-১২

স্ত্রী ও শূদ্র উভয় হইতেই চণ্ডালের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সর্ব্বমন্ত্রবিবর্জ্জিত, আর যাহারা মন্ত্র বিহীন তাহাদিগের অস্থিই সর্ব্ববর্ণে বিভূষিত আছে।১৩

দেবি ! অকারাদি ক্ষপর্যন্ত বর্ণ সকল অস্থিমধ্যে বিদ্যমান আছে এবং এক তিলার্দ্ধ পরিমিত অস্থিতেও পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী মালা রহিয়াছে । মহেশানি ! এই নিমিত্তই আমি কণ্ঠে, গলদেশে এবং হস্তপ্রভৃতি সর্ব্ব শরীরে মহাশঙ্খদ্বারা বিভূষিত হইয়াছি । ১৪-১৫

দেবি ! যে সাধকোত্তম মহাশঙ্খ মালাতে জপ করেন, তাহার অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যাসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে আর সংশয় নাই । ১৬

সর্ব্ববর্ণময়ী মালা সর্ব্বদেবেষু যোজিতা ।
বর্ণহীনং নাস্তি মন্ত্রং কদাচিদপি পার্ব্বতি ।। ১৭
মহাশঙ্খং মহেশানি সর্ব্ববর্ণবিভূষিতম্ ।
অতএব মহাশঙ্খং সর্ব্বতন্ত্রেষু যোজিতম্ ।। ১৮
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি মহাশঙ্খঞ্চ লভ্যতে ।
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোহপি স চ বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ।। ১৯
তদৈব সহসা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
গোপুচ্ছসদৃশীং কুর্য্যাদথবা সর্পরূপিণীম্ ।। ২০
স্থূলা সূক্ষ্মা চ পর্য্যন্তং ক্রমেণ গ্রথনঞ্চরেৎ ।
মূলেন গ্রথনং কার্য্যং প্রণবেনাথবা প্রিয়ে ।। ২১
ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রযত্নেন দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।
সূত্রদ্বয়ং পরেশানি মিলিতং কারয়েত্ততঃ ।। ২২

এই মহাশঙ্খ মালা সর্ব্ব বর্ণময়ী এবং এই মালা সর্ব্বদেবতাতে যোজিত হইতে পারে । পার্ব্বতি ! যেহেতু কদাচ বর্ণহীন মন্ত্র হইতে পারে না, কিন্তু মহাশঙ্খ মালা সর্ব্ববর্ণ বিভূষিত, অতএব মহাশঙ্খই সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রজপে প্রশস্ত হয় । ১৭-১৮

দেবি ! যদি ভাগ্যবশতঃ কেহ মহাশঙ্খ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি স্বকীয়গণের সহিত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন এবং তিনিই স্বয়ং বিষ্ণুতুল্য হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই । ১৯

উক্তপ্রকারে দেবীর আরাধনা করিলেই শীঘ্র সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কোন বিচার নাই । মহাশঙ্খমালা গোপুচ্ছ সদৃশী, অথবা সর্পাকার করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, অর্থাৎ মালার মূলদেশে স্থূল করিয়া ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম করিবে। ২০

প্রথমে স্থূলমালা সকল গ্রন্থন করিয়া ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম মালাগুলি গাঁথিতে হইবে । প্রিয়ে ! সাধক স্বীয় ইষ্টমন্ত্রে, অথবা প্রণবমন্ত্রে মালা গাঁথিবে ।২১

সাধকশ্রেষ্ঠ যত্নপুরঃসর ব্রহ্মগ্রন্থিদ্বারা এই মালা গ্রন্থন করিবে, সুরেশ্বরি ! যখন সমস্ত মালার গ্রন্থন হইবে, তখন সুত্রের প্রান্তদ্বয় মিলিত করিয়া লইতে হইবে।২২

মেরুঞ্চ গ্রহণং কার্য্যং তদূর্দ্ধে গ্রন্থিসংযুতম্ ।
সমীপে গুরুদেবস্য সংস্কারমাচরেৎ সুধীঃ ।। ২৩
স্থূলাবধি জপেন্মন্ত্রং সূক্ষ্মভাগে সমাপয়েৎ ।
পুচ্ছাবধি জপাদ্দেবি সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ।। ২৪
শিবে ধ্যাত্বা জপেন্মালাং গুরোধ্যানপুরঃসরম্ ।
তদৈব লভতে সিদ্ধিং সাধকঃ শান্তমানসঃ ।। ২৫
সম্ভাব্য মালাং ভুজগেন তুল্যাং কথাপ্রসঙ্গেন ইব প্রজপ্যাৎ।
জপেন্মদঙ্গং লভতে তবাঙ্গং প্রদীপ্য কাত্যায়নি কামনাদম্ ।। ২৬

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিবসংবাদে
একাদশঃ পটলঃ ।।

পরে মিলিত উভয় সূত্রে মেরু গাঁথিয়া সেই মেরুর উর্দ্ধে ব্রহ্মগ্রন্থি দিতে হইবে। অনন্তর সুধী সাধক গুরুদেবের নিকট এই মালার সংস্কার করিয়া লইবে । ২৩

মালার যে দিক্ স্থূল, সেই দিক্ হইতে জপ আরম্ভ করিয়া যে দিক্ সূক্ষ্ম, সেইদিকে সমাপন করিবে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ স্থূলদিক্ হইতে জপ করিতে থাকিবে। দেবি ! মালার সূক্ষ্মদিক্ হইতে জপ আরম্ভ করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে । ২৪

শিবে ! গুরুদেবের ধ্যান করিয়া মালা জপ করিবে । তাহা হইলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রশান্ত চিত্ত হইতে পারেন । ২৫

এই মালাকে ভুজঙ্গম তুল্য জ্ঞান করিয়া কথা প্রসঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ অতিদ্রুত বা অতি বিলম্ব না হয় এইরূপে জপ করিবে । দেবি ! কাত্যায়নি ! এইরূপে সাধক আমার অঙ্গস্বরূপ মন্ত্র জপ করিলে কামনাদি দগ্ধ করিয়া তোমার অঙ্গলাভ করিতে পারে । ২৬

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে একাদশ পটল ।

দ্বাদশঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।
বেদমাতেতি বিখ্যাতা গায়ত্রী চ কথং ভবেৎ ।। ১

শ্রীশিব উবাচ —

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ।
বেদমাতেতি বিখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রপ্রপূজিতা ।। ২
হালাহলং সমুদ্ধৃত্য নাভ্যক্ষরং সমুদ্ধরেৎ ।
বামকর্ণযুতং কৃত্বা পুনর্নাভিং সমুদ্ধরেৎ ।। ৩
কর্ণযুক্তং মূর্দ্ধ্নি রেফং ততশ্চ সুরবন্দিতে ।
বারুণং রসনাযুক্তং চন্দ্রবীজং ততঃ পরম্ ।। ৪
লান্তযুক্তং সর্গযুক্তং চৈব ব্যাহৃতিমুদ্ধরেৎ ।
তৎপদঞ্চ সমুদ্ধৃত্য সবিতুস্তদনন্তরম্ ।। ৫

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবদেব ! মহাদেব ! তুমি ভক্তগণকে সংসার রূপ সাগর হইতে - পরিত্রাণ করিয়া থাক । এইক্ষণ বেদমাতা গায়ত্রী আমার নিকট বল । ১

শিব কহিলেন, দেবি ! আমি পরমাক্ষরী গায়ত্রী তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর । গায়ত্রী বেদমাতা বলিয়া বিখ্যাত এবং সর্ব্বতন্ত্রেই ইহার পূজা কথিত আছে। ২

প্রথমতঃ ওঁ এই বর্ণ উচ্চারণ করিয়া নাভ্যক্ষর অর্থাৎ ভ এই বর্ণ উদ্ধার করিবে, ঐ ভকারে দীর্ঘ-উকার যোগ করিয়া পুর্নব্বার ভকারে হ্রস্ব-উকার এবং তাহার উপরি রেফ যোগ করিতে হইবে । অনন্তর ব এই বর্ণ উদ্ধার করিয়া তাহার পরে বিসর্গ, বিসর্গের পরে দন্ত্য সকার উদ্ধার করিতে হইবে, এই সকারে ব যোগ করিয়া বিসর্গযুক্ত করিবে । সুপুজিতে । এইরূপে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতি মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তৎপরে "তৎ" এই পদ এবং তাহার পরে "সবিতুঃ" এই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে । অনন্তর "বরেণ্যং" এই পদ উচ্চারণ করিয়া "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" এই বাক্য যোগ করিতে হইবে । অনন্তর "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই বাক্য যোগ করিবে, পরে "ওঁ" এই বর্ণ যোগ

বরেণ্যমিতি চোচ্চার্য্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ প্রণবং তদনন্তরম্ ।। ৬
ইতি জপ্তা মহেশানি সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ।
ধিয়ো য়োর্ম্মধ্যভাগে চ যকারদ্বায়মেব চ ।। ৭
অতএব মহাদেবি অনন্তশ্রুতিরেব চ ।
ইতি জপ্তা মহেশানি মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ।। ৮
অন্ত্যয়কারয়োঃ স্থানে যোকার ইতি যঃ পঠেৎ ।
স চাণ্ডাল ইতি খ্যাতো ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে ।। ৯
অতএব মহেশানি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ।
দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন চ পুরাকৃতম্ ।। ১০
ত্রিযুগন্তু সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি পাতকম্ ।
লক্ষং জপ্তা তু তাং দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরো ভূত্বা দেববৎ বিহরেৎ ক্ষিতৌ ।। ১১

করিতে হইবে । দেবি ! এইরূপে ক্রমতঃ বর্ণ বিন্যাস করিলেই গায়ত্রী হইবে। ৩-৬

মহেশানি ! উক্তরূপ গায়ত্রী জপ করিলে সাধক সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে পারে । মহাদেবি ! "ধিয়ো য়ো" এই পদের মধ্যে দুইটি যকার আছে, তাহা অনন্তশ্রুতি স্বরূপ । এই নিমিত্তই উক্ত গায়ত্রী জপ করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া থাকে । ৭-৮

উক্ত য়কারদ্বয়কে যিনি যকারূপে উচ্চারণ করেন, তিনি চণ্ডাল বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন এবং তাহার দিনে দিনে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে ।৯

মহেশ্বরি ! এই নিমিত্তই আমি স্নেহের বশীভূত হইয়া তোমার নিকট গায়ত্রী প্রকাশ করিলাম । এই গায়ত্রী দশবার জপ করিলে ইহ জন্ম-কৃত পাপ বিনাশ পায় । শতবার জপ করিলে পূর্ব্বজন্ম-কৃত পাপ এবং সহস্রবার জপ করিলে গায়ত্রী যুগত্রয়োৎপন্ন দুষ্কৃতি নষ্ট করিয়া থাকেন । এক লক্ষবার এই পরাক্ষরী গায়ত্রী জপ করিলে সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীতে দেবগণের ন্যায় বিচরণ করিতে পারেন । ১০-১১

যদ্‌গৃহে বিদ্যতে দেবি এতত্তন্ত্রং সুধাময়ম্ ।
তদ্‌গৃহং পরমেশানি কৈলাসসদৃশং সদা ।। ১২
নিত্যঞ্চ পূজয়েৎ তন্ত্রং স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ।
নিত্যং নিত্যং মহেশানি যঃ স্পৃশেত্তত্তোমণ ।। ১৩
স পূতঃ সর্ব্বপাপেভ্যশ্চান্তে শিবময়ো ভবেৎ ।
যো বৈ লিখেদিমং তন্ত্রঃ শিববাক্যং সুধামৃতম্ ।। ১৪
গঙ্গাস্নানসমং পুণ্যমন্তে শিবমবাপ্নুয়াৎ ।
যো যত্র পঠতে নিত্যং তন্ত্ররাজমিদং শুভম্ ।
স সর্ব্বদুষ্কৃতিং তীর্ত্বা অন্তে দেবীপদং ব্রজেৎ ।। ১৫

ইতি গুপ্ত সাধনতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিবসংবাদে
দ্বাদশঃ পটলঃ ।।

ইতি গুপ্তসাধনং নাম তন্ত্ররাজং সমাপ্তম্ ।।

পরমেশ্বরি ! যাহার গৃহে এই সুধাময় তন্ত্র বিদ্যমান থাকে, তাহার গৃহ কৈলাশ তুল্য জানিবে । ১২

যে ব্যক্তি নিত্য এই তন্ত্রের অর্চ্চনা করেন তিনি নিশ্চয় সিদ্ধ হইতে পারেন। মহেশানি ! যাহার প্রতিদিন এই তন্ত্রোত্তম স্পর্শ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে পবিত্র হইয়া অন্তে শিবময় হইয়া থাকে । যিনি সুধাময় শিববাক্যস্বরূপ তন্ত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি গঙ্গাস্নানসম পুণ্যলাভ করিয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি যে স্থানে থাকিয়া প্রতিদিন এই তন্ত্ররাজ পাঠ করেন, তিনি সর্ব্ব দুষ্কৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবীপদ পাইতে পারেন । ১৩-১৫

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্রে দ্বাদশ পটল ।

ইতি গুপ্তসাধনতন্ত্র সমাপ্ত ।।

নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি
সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্,
প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা–প্রদীপ,
সাধন–প্রদীপ, পুরশ্চরণ–প্রদীপ,
গীতা–প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ,
তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য,
নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল–মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র,
শারদাতিলক, নিত্যোষোড়–
শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত,
শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ
তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্,
শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ
পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি
ও রহস্য পূজা পদ্ধতি,
পুরশ্চরনোল্লাস, শ্রীশ্রী
দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,তন্ত্র
সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব–বিচার,
কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের
দুই বাংলার সতীপিঠ,
বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণরত্নাকর।
কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,
শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ,
দেবী ভাগবত, বক্ষ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রক্ষাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ,
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (বক্ষ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রক্ষ্ম খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাদ্রি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম,
ক্রিয়োডিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম
সর্ব্ব–দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব–প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ ,সংশয় নিরাস
দত্তাত্রেয় তন্ত্রম্ ,মহাবিদ্যানতন্ত্রম্
(তারাখণ্ডম্) ,নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম,
জগদ্ধাত্রী তন্ত্রম।

মূল্য ঃ ৬০ টাকা মাত্র